ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 February, 2021 ■ আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাস মালিকরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিতেই ভাড়া বৃদ্ধির দাবী মানল রাজ্য সরকার

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি মেনে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাই, আগামীকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রাখার প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে বেসরকারি বাস মালিক সংস্থা। আগামীকাল বেলা দেড়টার মধ্যে বর্ধিত ভাড়ার তালিকা তৈরি হয়ে যাবে বলে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আশ্বাস দিয়েছেন, এমনটাই জানালেন বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে নাগেরজলা-সোনামুড়া বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শঙ্কর দেবনাথ বলেছিলেন, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে প্রতিদিন লোকসান হচ্ছে আমাদের। অথচ, সরকার এ-বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাই, পরিষেবা বন্ধ রাখা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই আমাদের, জানান তিনি।

তাঁর কথায়, গত ৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছিল। ১৫ দিনের সময়সীমা দিয়ে ভাড়া বৃদ্ধির আবেদনে সরকার কর্ণপাত করেনি। তাই, পুনরায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি চিঠিতে বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছিলম। কিন্তু তবুও ত্রিপুরা সরকার এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি। তাই আগামীকাল থেকে পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেছিলেন তিনি।

তাঁর দাবি, জ্বালানি তেলের মূল্য সাংঘাতিক বেড়েছে। ফলে, প্রতিদিন লোকসান হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, করোনার কারণে এমনিতেই আমরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। তার সাথে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে খরচ বহন করা দায় হয়েছে আমাদের। তবে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের বিষয়ে তাঁদের তেমন কোনও মাথা ব্যথা নেই, তা তাঁরা স্পষ্টই জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে, ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের অনুমতি ছাড়া সম্ভব হবে না।

ওই হুমকির কিছুক্ষণের মধ্যেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে সংস্থা। কারণ, ত্রিপুরা সরকার ভাড়া বৃদ্ধির দাবি মেনে নিয়েছে। বাস মালিক সংস্থার সভাপতি জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী টেলিফোনে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। তাই, আগামীকাল থেকে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর কথায়, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে বর্ধিত ভাড়ার তালিকা আমরা পেয়ে যাব। ত্রিপুরা সরকারের কাছে ৫০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

ডিজিটাল মাধ্যমে নজরদারি চালাবে কেন্দ্র

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।। নয়াদিল্লি। ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ডিজিটাল মাধ্যমের উপর নজরদারি চালাবে কেন্দ্র। স্পষ্ট জানান হল, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি আঘাত হানলে কড়া শাস্তি হবে সেই নির্দিষ্ট ডিজিটাল মাধ্যমের। স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ববোধ থাকাটা জরুরি বলে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। ৩ মাস পরে সমস্ত নিয়মবিধি প্রণয়ন করবে সরকার। মাঝের সময়ে বোঝপড়া করে নিতে হবে মাধ্যমের নির্মাতাদের। বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ নিয়মাবলী (কোড অব এথিক্স) পেশ করলেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির হাতে থাকবে নজরদারির বিভিন্ন দায়িত্ব। নেট মাধ্যমের নিয়মাবলী জানালেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীতে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুর থানা এলাকার দ্বারিকাপুরে খোয়াই নদীতে পড়ে এক ইটভাটা শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকের নাম রাকেশ মাইনাজ। সে বহির রাজ্যের শ্রমিক। কল্যাণপুর থানার দ্বারিকাপুর এলাকায় খোয়াই নদী থেকে ইটভাটা শ্রমিক এর মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে গত কয়েক মাস আগে বহি রাজ্য থেকে কাজের সন্ধানে ত্রিপুরায় আসে শ্রমিক পরিবারটি। তারা ডিবিআই ইট ভাটায় কাজ করতো। ভাটার ম্যানাজার জানান গতকাল তাদের পেমেন্ট হয়েছে। রাকেশ নামে এই শ্রমিক দোকানে জিনিস ক্রয় করতে গিয়ে আকণ্ঠ মদ্যপান করে। আকণ্ঠ মদ্যপান করে ফেরার পথে খোয়াই নদীর জলে পড়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাতে তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সরকারি শিক্ষক-কর্মচারী পেনশনারসরা পেলেন ৩ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা, অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৩২০ কোটি টাকা

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারসদের মহার্ঘ্যভাতা উপহার দিল রাজ্য সরকার। আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা সরকারি শিক্ষক-কর্মচারী ও পেনশনারসদের ৩ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা প্রদানে অনুমোদন দিয়েছে। ১ মার্চ থেকে তাঁরা মহার্ঘ্যভাতা পাবেন। তাতে ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ৩২০ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সপ্তম বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে। তবে, ২০১৮ সাল থেকে সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ্যভাতা পাননি। এক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা দায়ী, তা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। পূর্বতন সরকার প্রচুর আর্থিক বোঝা রেখে গেছে। ফলে, দৈনন্দিন খরচ বহন করে সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা ৩ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। আগামী ১ মার্চ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫১৭ জন নিয়মিত শিক্ষক-কর্মচারী এবং পেনশনার্স রয়েছেন ৬৭,৮০৯ জন। এছাড়া ডিআরডাব্লিউ, স্থির বেতন ইত্যাদি মিলিয়ে আরও রয়েছেন ১২ হাজার ১৭৮ জন। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের ১ অক্টোবর ত্রিপুরায় নয়া বেতনক্রম লাগু হয়েছে। কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির কারণে মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর দাবি, করোনাকালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের কোনও রাজ্য মহার্ঘ্য ভাতা দিতে পারেনি।

এদিন তিনি জানান, শিক্ষক-কর্মচারী এবং পেনশনারসদের মহার্ঘ্যভাতা দিতে অতিরিক্ত ৩২০ কোটি টাকার প্রয়োজন। তাতে শুধু মার্চের জন্য ২৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ২৯৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে অতিরিক্ত ব্যয় হবে। পেনশনার্স রয়েছন ৬৭৮০৯ জন।

টেট উত্তীর্ণ বেকারদের অফার পুরণ করে জমা দেওয়ার ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। অফার প্রাপ্ত টেট উত্তীর্ণ বেকাররা বৃহস্পতিবার একাডেমি স্কুলে তাদের অফার পূরণ করে জমা দিয়েছেন। গ্রেজুয়েট টিচার হিসেবে ৪০৪ টি এবং আন্ডারগ্রাজুয়েট টিচার হিসেবে ২৬২টি অফার ছাড়া হয়েছে। টেট উত্তীর্ণ বেকারদের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য অফার প্রদান করা হয়েছিল।

অফার প্রাপকরা যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে অফার পুনরায় শিক্ষা দপ্তরের কাছে জমা দিয়েছে। রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমি স্কুলে জমা নেওয়া হয়। অফার জমা দেওয়ার পর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। বৃহস্পতিবার অফার জমা দেওয়া কে কেন্দ্র করে আক্রান্ত একাডেমি স্কুলে অফার প্রাপকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অফার প্রাপকদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষক। চাকরীচ্যুত হওয়ার পর তারা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় পুনরায় চাকরির জন্য আবেদন করে। সে অনুযায়ী তাদেরকে শিক্ষক পদে পুনরায় অফার প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষক পদে পুনরায় চাকরির অফার পাওয়ায় স্বভাবতই তারা দারুণ খুশি। এজন্য অফার প্রাপকদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উৎপাদিত সামগ্রী দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্নভাবে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। এরফলে দেশ-বিদেশে ত্রিপুরার পরিচিতি বাড়ছে। আজ সচিবালয়ে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন এণ্ড রিচ (এন ই সি টি এ আর)-এর ডিরেক্টর জেনারেল ডা. অরুণ কুমার শর্মা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সৌজন্যমূল০ক সাক্ষাৎকারের সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

সাক্ষাৎকারের সময় এন ই সি টি এ আর-এর ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীশর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে বাঁশের তৈরি ঘড়ি এবং মারক প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওএনজিসির বিস্ফোরণে ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ওএনজিসি মাটির নিচে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহাকুমার কলসি এডিসি ভিলেজের মধু মগ পাড়ার বেশ কয়েকটি পরিবার। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার কলসির মধু মগ পাড়ার পার্শবর্তী স্থানে ওএনজিসির গ্যাস অনুসন্ধানকারী দলের দৌলতে বিপাকে পড়েছে ওইসব এলাকার বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার। জানা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী দলের উপনেতার বাড়ি ঘেরাও, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ারস্থিত বিরোধী দলের উপদলীয় নেতা বাদল চৌধুরীর বাসভবনে সামনে ঘেরাও হামলা সংগঠিত করার প্রতিবাদে বিলোনিয়াতে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে মহাকুমা জুড়ে।

শাসক বিজেপি দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে ঘটনার তীব্র নিন্দা ধীক্কার জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করার পর বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা অফিসে আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলন। এই দিনের আহূত সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান সিপিআইএম নেতৃত্বরা।

পার্টি অফিসে এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার , পাটির মহাকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত , তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুধন দাস , ক্ষেত মজুরের নেতা দীপঙ্কর সেন। উপস্থিত নেতৃত্বরা আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করে বলেন নির্বাচনের আগে বিজেপির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কনপুই সীমান্তে নির্মাণকাজে বাধা, চাপা উত্তেজনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক, দাবি ত্রিপুরা ও মিজোরামের

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সীমানা নির্ধারণ না হওয়ায় নির্মাণকাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনায় ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তবর্তী কনপুই এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কথায়, বিতর্কিত জমিতে বন দফতরের চেকপোস্ট নির্মাণকে বাধা দিয়েছে মিজোরাম। এদিকে, মিজোরামের মামিতের জেলাশাসক লালরুজামা বলেন, আমাদের উভয়কে সীমানাকে সম্মান দেওয়া উচিত। কনপুই মিজোরামের অংশ, সেখানে নির্মাণকাজে বাধা দেওয়া হয়েছে।

জম্পুই এলাকায় ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রের কাছে পুনরায় সীমানা নির্ধারণে সমীক্ষা করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সম্প্রতি, ত্রিপুরার বন দফতর জম্পুই পাহাড়ের কনপুই সীমান্তে চেকপোস্ট নির্মাণের প্রস্তুতি নিয়েছিল। তাতে মিজোরাম বাধা দিয়েছে।

এ-বিষয়ে মামিতের জেলাশাসক লালরুজামা বলেন, ত্রিপুরার বন দফতর কনপুই সীমান্তে একটি গেট নির্মাণ করতে চেয়েছিল। আমরা তাতে অনুমতি দেইনি। তাঁর কথায়, আমাদের একে অন্যের সীমানায় নির্মাণ কাজে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। কনপুইয়ে আমাদের সীমানায় নির্মাণ কাজ হয়েছিল, তাই বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, উভয় রাজ্য একে-অপরকে শ্রদ্ধা করা উচিত। কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি দুই রাজ্যের সীমান্ত সমস্যা নিয়ে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসকের সাথে আলোচনা করেছি। তাঁর মতে, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু সীমান্তে এ ধরনের ঘটনা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই, বিতর্কিত সীমানায় কোনও ধরণের নির্মাণকাজ থেকে বিরত থাকাই উচিত আমাদের।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, কনপুই সীমান্তে এখন কোনও সমস্যা নেই। বিতর্কিত সীমানায় বন দফতর চেকপোস্ট বানাতে চেয়েছিল। মিজোরাম বাধা দিয়েছে। এতে উত্তেজনার কোনও ঘটনা ঘটেনি।

এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় ধৃত মাফিয়া রাজু বর্মন পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। উষাবাজারের নিগোসিয়েশন চক্রের কুখ্যাত মাফিয়া রাজু বর্মনকে শেষ পর্যন্ত জালে তুলতে সক্ষম হল রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ শাখা। গোপন খবরের ভিত্তিতে রীতিমতো অ্যাম্বুসে বসে বৃহস্পতিবার সকালে কুখ্যাত এই নিগো মাফিয়াকে গ্রেপ্তার করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তাকে এদিনই ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তার পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন বলে খবর।

ধৃত এই নিগো মাফিয়া পিস্তল উচিয়ে বহির্রাজ্যের ঠিকেদারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করেছিল বলে অভিযোগ। বহির্রাজ্যের ঐ ঠিকেদার এমবিবি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত। দাবি মোতাবেক টাকা না পেলে বহির্রাজ্যের সেই ঠিকেদারকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহির্রাজ্যের সেই ঠিকেদার এয়ারপোর্ট থানায় নির্দিষ্ট মামলাও (নং-৫/২০২১) দাখিল করেছিলেন। পুলিশ আইপিসি'র ৩৮৬, ৩৮৭, ৫০৬, ৩৪১ ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে এবং পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্তভার ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এরপর গ্রেপ্তার হয় এই নিগো মাফিয়া চক্রের সুকান্ত দেবনাথ ওরফে পাপ্পু।

সে বর্তমানে জেল-হেফাজতে রয়েছে। তবে এই মাফিয়াচক্রের মূল পান্ডা তথা কুখ্যাত রাজু বর্মন এতদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অলৌকিকতার অপেক্ষা ! অগ্নিদগ্ধ ঝুমার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবে ত্রিপুরা সরকার, জানালেন মন্ত্রী রতনলাল

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। অলৌকিকতার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন সমগ্র ত্রিপুরাবাসী। সরস্বতী পূজায় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ঝুমা দে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসাধীন। তাঁর বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি মৃত্যুকে পরাজিত করবে বলেই আশাবাদী রাজ্যবাসী। আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, ঝুমার শরীরের ৮৭ শতাংশ পুড়ে গেছে।

চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুসারে সারা বিশ্বে এক শতাংশেরও কম এমন রোগী বেঁচে যান। তবে মৃত্যুর সাথে তাঁর লড়াই দেখে মনে হচ্ছে অলৌকিক ঘটনা ঘটে যেতেও পারে, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি। তিনি জানান, ঝুমার চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরা সরকারের তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হলেও তাতে যথেষ্ট হবে না। তাই সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে মানবিক আবেদন করা হয়েছে। মানুষ সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন।

আজ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরস্বতী পূজায় অগ্নিদগ্ধ ঝুমা দে-কে প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতাল এবং সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু ঝুমার অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা তার বেঁচে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাই, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছিল। মন্ত্রী বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তার চিকিৎসায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়েছি। এছাড়া, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে আরও ১ লক্ষ টাকা, উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা দফতর থেকে ২০ হাজার টাকা এবং স্টেট ইলনেস ফান্ড থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সরাসরি হাসপাতালকে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ঝুমাকে নিয়ে তার মা এবং এক আত্মীয় কলকাতায় যান। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কারোর সাথে যোগাযোগ না করে তাঁরা সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে চলে যান। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা সম্ভব নয় জানানোর পর তাঁরা ডিশান হাসপাতালে যান। ওই হাসপাতালে ঝুমাকে ভরতি করা হলেও পরের দিন তারা বিমানে আগরতলায় চলে আসেন এবং সোজা বিলোনিয়া চলে যান। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, বিষয়টি গোচরে আসার পর সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি, চিকিৎসার খরচ শুনে তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, এর পরই কলকাতায় সমস্ত জায়গায় চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি এবং ডিশান-এ চিকিৎসা সম্ভব আশ্বস্ত হওয়ার পর তাঁদের পুনরায় কলকাতায় পাঠিয়েছি। সাথে একজন শিক্ষক সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ও সহায়তার জন্য রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, সাধারণত নাবালিকা অগ্নিদগ্ধ রোগীকে ওই হাসপাতাল ভরতি করে না। কিন্তু রাজ্য সরকার সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ায় তারা ঝুমাকে ভরতি করে তার চিকিৎসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩৭ ▫ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫১৩ ফাল্গুন ▫ শুক্রবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অবমূল্যায়ন

ভারতের ন্যায় বৃহৎ একটি দেশের সর্বত্র কাজের জোগান সারা বছর সমান থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। সেই কারণে দেশের সব জায়গাতেই শ্রমিক চাহিদায় তারতম্য দেখা দেয়। স্বভাবতই, খেটে-খাওয়া মানুষের দল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলিয়া যান। কাজের জগতে এমন অবস্থায় আমাদের দেশে যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অথচ, এঁ তাহারা অর্থনীতির একটা গরিষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকিলেও অদৃশ্যই রহিয়া গিয়াছেন। অতর্কিত লকডাউনে তাঁহারা ছিলেন ঊহ্য। তাহাদের কেউ ট্রেনে কাটা পড়িয়াছেন, কেউ শত শত ক্রোশ হাঁটিতে গিয়া পথশ্রমে মারা গিয়াছেন, কেউ আবার ট্রাক-লরির ধাক্কায় পিষ্ট হইয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র-রাজ্য কেউই তাহাদের সম্পর্কে ঠিক পরিসংখ্যান পেশ করিতে পারেনি। ভোটের প্রাক্কালে নেতৃবর্গের দ্বারা তাহারা নানা আশ্বাস পান এবং ভোটের পরে প্রান্তিক শ্রেণিরূপে সকলের অগোচরেই থাকিয়া যান।

তবুও এই বৃহৎ শ্রেণিটিকে নিয়া সরকারি স্তরে কোনও পরিকল্পনা রচিত হয় না। লকডাউনে এই শ্রেণির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার খবরে সরকার নড়িয়া চড়িয়া বসিল কি? রিয়েল এস্টেট-এর দাম চড়া রাখিতে মানবসম্পদের এই অবমূল্যায়ন। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত সরকার নগর পরিকল্পনার সময় শ্রমিকদের আবাসের কথা মনেই রাখে না। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অংশ নিয়াও তাহারা ব্রাত্যই থাকিয়া যান।

'কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়' পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথার উপর ছাদ না থাকার মর্মান্তিক অবস্থা তাহার প্রমাণ। তাহাদের সেবা বা পরিষেবাটা আমাদের, তথাকথিত ভদ্র সমাজের, খুবই দরকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাহারা কোথায় থাকিবেন, তাহাদের পরিবারের, শিশুদের অবস্থা কী, ন্যূনতম পরিষেবা তাঁহারা পান কি না, এ সব কেউ মাথা ঘামান না।অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বাধ্য হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করেন তাহারা। মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, যেটুকু সুবিধা তাঁহিরা পাইতেছেন, তাহা-ই অনেক। তাই খালপাড়ে পলিথিন টাঙাইয়া তৈরি হয় তাহাদের ঘর, ফুটপাত হয় ঠিকানা, পুলের তলায় চলে সংসার। যে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকারের আমরা গর্ব করি, এই মানুষগুলোর জীবনে সেটা কতটা কার্যকর, তাহার কোনও হিসেব নেই। তাহারাই কিন্তু প্রকৃত ভারত। মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, বা ক্রিকেটে ভারতের জয় এ সবের থেকেও বেশি জরুরি অসহায় মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদ, পেটে দুটো খাবার আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র।

মুখ্যমন্ত্রীর স্কুটি চড়ায় সরব নেটিজেনরা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার স্কুটি চড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবান্নতে যাতায়তের বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে বিশেষ মাত্রা পায়। বিশেষ কৌতূহল দেখা যায় নেটিজেনদের মধ্যে।

চৈতালি বর্মণ লিখেছেন, "ঘুমটাই আমার সবকিছু কেড়ে নেবে দুপুরবেলা ভাত খেয়ে না ঘুমালে হয় না... দুপুর থেকে রাজপথে সার্কাসটা মিস হয়ে গেল।" জয় ঘোষ লিখেছেন, 'চৈতালি বর্মন মিছিল ডাইনাসর ফিরলেও ফিরতে পারে কিন্তু ভাম এ রা আর ফিরবে না।" শিশির বারারি লিখেছেন, "কত রঙ্গ যে দেখবো!"

উদীয়মান রবি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট সংবাদের একটি লিঙ্ক-সহ লিখেছেন, "ভারতে গত ১০ বছরে প্রায় ১০ টার বেশি ইলেকট্রিক স্কুটি প্লান্ট তৈরী হয়েছে, যেখানে সরাসরি কয়েক হাজার স্কিলড ইঞ্জিনিয়ার এবং আন স্কিলড লেবার এর চাকরি হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেউ আসেনি। মমতা ব্যানার্জী যদি গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে একটাও ইলেকট্রিক স্কুটি প্লান্ট আনতে পারতেন, তাহলে ভোটের আগে এই স্কুটি চড়ে প্রতিবাদের নাটক করতে হতো না। আসলে ওনাকে দিয়ে এই রকম প্রতিবাদ হবে, কিন্তু কোনো গঠনমূলক কিছু হবে না।"

সুরূপা চক্রবর্তী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বেচারা স্কুটার, অনেক সমবেদনা।" জয় হাজরা লিখেছেন, "কিসের জন্য চেষ্টা করছে যে ট্রোল করা যাবে না? ভোট আসছে তেলের দাম বেশি বলে ইলেকট্রিক স্কুটার নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, অথচ অন্য রাজ্যের তুলনায় দিদির রাজ্যে কিনা সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রিক বিলের দাম। এইরকম বোকামি করলে ট্রোল হবে নাতো আপনার মতো মাথায় তুলে নাচবে?" সন্তোষ বিশ্বাস লিখেছেন, "বহিরাগত "গুজরাটি" প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাতে সেই গুজরাটে তৈরি হওয়া বহিরাগত ই-স্কুটার ব্যবহার করলেন বাংলার মেয়ে।"

মধুমিতা লিখেছেন, "এতো জন মিলে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার থেকে হেঁটে ই যাওয়া শোভনীয়।" পায়েল মিত্র লিখেছেন, "দেখো কান্ড.... রাস্তা জুড়ে সার্কাস চলছে গো। সবকটা কে ছুটিয়ে মারলো একেবারে। যারা আশেপাশে ধরে রয়েছে তারাও ভাবছে কী জ্বালায় পরলামরে বাবা।" রমা মন্ডল লিখেছেন, "রাজপথে সার্কাস.....।"এদের বিরোধিতা করেও প্রতিক্রিয়া রয়েছে নানারকম। জিয়াউর রহমান লিখেছেন, "আপনি যখন প্রথম হাটতে শিখেছিলেন তখন কি করো সাহায্য ছাড়াই শিখেছিলেন ?" সুমন্ত দাস লিখেছেন, "ও হো ! নরেন দাদু আপনাকে ফ্রি-তে পেট্রোল দেয়, তাই এত হাসি !" আবীর মুখার্জি লিখেছেন, "পেট্রোলের যা দাম এরপর সুস্থ মানুষ কেই কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে।" সোম রায় লিখেছেন, "অন্য একজন তো সারা দেশে সার্কাস করছে।'

পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধিতে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুলেও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী।

বৃহস্পতিবার সুজনবাবু টুইটে লিখেছেন, "পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেলের রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি।। মোদিজীর রাজত্বে ডিজেলের দাম বেড়ে দ্বিগুন।। ৮৪ টাকার ডিজেলে, ৩৩ টাকা কেন্দ্রীয় এবং ১৯ টাকা রাজ্য সরকারের ট্যাক্স। এরকমই সব। তোলার পরিমানই বেশী।। পেট্রোপন্যে ট্যাক্সের পরিবর্তে জিএসটি চালু করার আমাদের দাবি রাজ্য সরকার মানেনি কেন - মাননীয়া??" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ম্যানহোল কাণ্ডে তদন্ত কমিটি ও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা পুরসভার

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কুঁদঘাট ম্যানহোল কাণ্ডে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করল কলকাতা পুরসভা। মৃতদের পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে পুরসভা। একইসঙ্গে আহতদেরও দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ।

১১৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজের জন্য বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টা নাগাদ ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নামেন ৭ জন শ্রমিক। তাঁদের চার জন নিহত ও তিন জন অসুস্থ সওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

কলকাতা পুরসভার তরফে আহতদের ১ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি, আজকের এই ঘটনার পিছনে কার গাফিলতি রয়েছে? কী কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল? তার কারণ অনুসন্ধানে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়ল কলকাতা পুরসভা। জানা গিয়েছে, কাদা ও পলি জমে ওই ম্যানহোল আটকে গিয়েছিল। এখন ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরই হাঁকডাক শুরু করেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাকিরা। এরপরই সহকর্মীরা পুলিশ ও দমকলে খবর দেন। কিন্তু দমকল এসেও তাঁদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়দের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মাংসপেশির যান্ত্রিকতা চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেলের শতবর্ষ

কৌশিক রায়

আমাদের শরীরের মাংসপেশিগুলির নড়াচড়া করানোতে একটা যান্দক শক্তির প্রয়োজন অবশ্যই আছে। পেশিতন্তু বা মায়োফাইব্রিলে ট্রাই ফসফেট (৮১৭) নামক এক জৈব রয়াসন। মৃত মানুষের মাংসপেশিতে এই অনেক সময় মৃতদেহে "রাইগর মর্টিস" বা মরসংকোচন হয়। গথিক ভৌতিক গল্পের অশরীরীদের মতো মৃত ব্যক্তি তখন উঠে বসে। মাংসপেশির এই যান্ত্রিক রূপ নিয়ে ইতিবাচক আর গভীর গবেষণা করে আজ থেকে ১০০ বছর আগে চিকিৎসাশাস্তে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে জাত চিকিৎসক ডা. আর্টিবল্ড ভিভিয়ান হিল এবং প্রাশিয়ার (জার্মানি) ডা. ওটো ফ্রিজ মেয়ারহফ। মানব শহরের রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে হলে এই দুই দিগ্দর্শী চিকিৎসকের নাম অবশ্যই করতে হয়। সঙ্গত কারণেই ১৯২২ সালে চিকিৎসাবিদ্যাতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপক হয়েছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুযুধান মিত্র ও অক্ষশক্তির দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের এই দুই চিকিৎসক। তারা আবারো প্রমাণ করেন, মানবকল্যাণ ও রোগমুক্তিতে নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞান মনীষার কাছে শত্রু মিত্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। ব্লানডেল'স বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আরিবল্ড হিল, প্রথমদিকে কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার দিকে এগোননি। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপোস' বৃত্তি পেয়ে তিনি সম্মানীয় 'র‍্যাংলার' অভিধা অর্জন করেন। এরপরেই আকৃষ্ট হন গ্রেজ অ্যানাটমি এবং আন্দ্রিয়াস ভেস্যালিয়্যাস-এর লেখা, মানবশরীরের ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত লেখালেখির দিকে। মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, মতিষ্ক-লায়ু-পেশির বিভিন্ন কাজ যেন তরুণ আর্চটিবল্ডের মানসপটে এক অজানা সমীকরণ তৈরি করত। ট্রিনিটি কলেজে স্নাতকত্তরে পড়াশোনার সময়েই আর্টিবল্ড একটি বিশেষ সমীকরণ বের করেছিলেন- মানবদেহে নিকোটিন এবং পেশি ও নার্ভকোষ (নিউরোন)-এর মধ্যে উদ্দীপনামূলক সম্পর্ক নিয়ে। এই সমীকরণটিকে পরবর্তীকালে ল্যাংম্যুইর ইকোয়েশন বা মিশাইলিস-মেন্টন কাইনেটিক্স নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বিজ্ঞানীরাও পরবর্তীকালে স্নায়ু ও পেশির মধ্যে এই ধরনের উদ্দীপনার আদানপ্রদানমূলক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন আর্টিবল্ড হিল। আসলে মাংসপেশির মধ্যে স্নায়বিক তরঙ্গের প্রবেশের ব্যাপারে আগ্রহী হন প্রখ্যাত ইতালিয় বিজ্ঞানী লুইজি গালভানি-র ব্যাঙের কাটা পা ও বৈদ্যুতিক প্রবাহের সম্পর্কজনিত পরীক্ষা সম্পর্কে পড়ে।

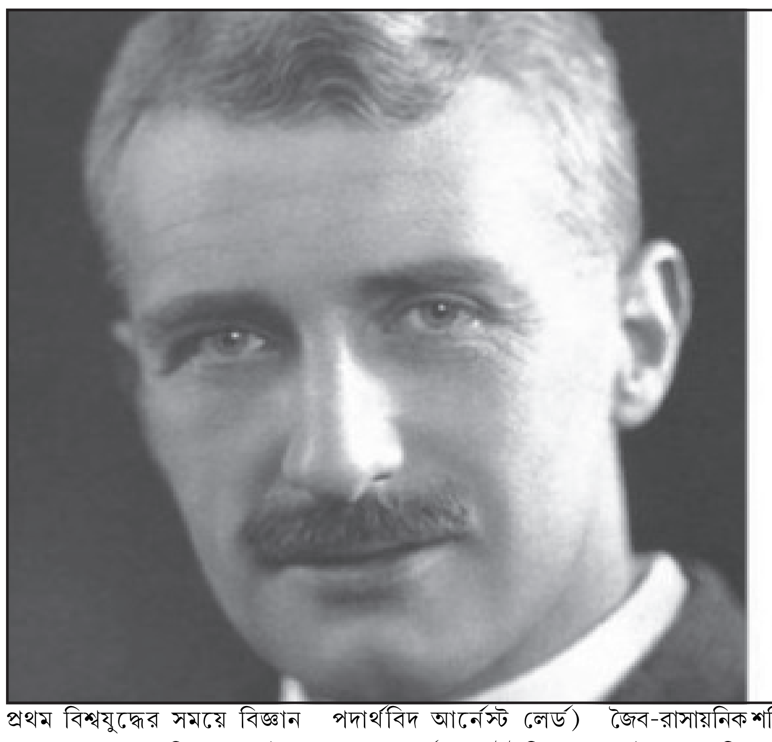

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিজ্ঞান সাধনাকে দূরে সরিয়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশে কেমব্রিজশায়ার রেজিমেন্ট সেনাবাহিনীতে বন্দুক তত্ত্বাবধায়ক পড়তেন যুদ্ধের নিস্ফলতা আর নরহত্যার ওপর লেখা আওয়েন-এর Hill's Brigands-এর মতো কবিতাগুলি। তাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপক ত্যার্নেস্ট স্টার্লিংয়ের জায়গাতে শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজির অধ্যাপকের পদ পেলেন আর্টিবল্ড হিলস। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় বা মাস্কেটরি অফিসার হতে হল আরিল্ড হিল-কে। অবশ্য, বিমান বিধ্বংসী কামান সৈন্যের জঙ্গি বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার গতিবিধি নিরূপণ করা যায়, সেটা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে দেখিয়েছিলেন আর্টিবাল্ড গিল্ড। তার দ্বারা প্রশিক্ষিত তরুণ ব্রিটিশ বিমানচালকরা খুব সহজেই পরবর্তীকালে বিমানগুলিকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করার কৌশল রপ্ত করেছিলেন। আচিবল্ড হিল-এর এই প্রশিক্ষিত বিমানচালকদের নামই ছিল 'হিলএর বেপরোয়া বাহিনী বা। আরিবল্ডকে ব্রিটিশ সরকার অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, (৯৭৩২) উপাধিতেও ভূষিত করে। তবে, আর্টিবল্ড হিলের মানবহিতৈষী জনহিতকর করার জন্য প্রখ্যাত পদার্থবিদ আর্নেস্ট লের্ড) রাদারফোর্ড আর উইলিয়াম বেভারিজ-এর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলেন তিনি। এই সংস্থার ১৮জন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নাৎসি একনায়ক আযাডলফ হিটলারের রোষ থেকে প্রায় ৯০০ জন ইহুদি বুদ্ধিজীবীকে রক্ষাও করেন আর্টিবাল্ড। রাডার" যন্ত্রটি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও রবার্ট ওয়াট এবং স্যার হেনরি টিজার্ডকে প্রতিভা। নাৎসি অত্যাচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে শরণার্থী হওয়া ইহুদি এবং মুসলিম বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকার আদায়েও সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি লিগ অব নেশনস-এর কাছে। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে মাংসপেশি এবং স্নায়বিক উদ্দীপনার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করার জন্য, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর একটি বায়োফিজিক্স বা জীবপদার্থবিদ্যা গতিবিদ্যার সমীকরণকে অক্সিজেন অণুর বাঁধনকে ব্যাখ্যা করলেন আচিবল্ড, যেটি তার নামে নামে খ্যাত। আমাদের কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত পেশিগুলির সংকোচন এবং প্রসারনের সময় নির্গত তাপশক্তির পরিমাণও নির্ণয় করেন তিনি। মাংসপেশির সংকোচনের সময় দেহে জৈব-রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার ঘটে, সেটাও দেখিয়েছিলেন তিনি। এরজন্য অবশ্য আর্চিবল্ড ঋণ স্বীকার করেছেন শত্রুদেশ জার্মানির চিকিৎসাবিজ্ঞানীবৃন্দ এবং সুইডেনের শারীরবিজ্ঞানী ম্যাগনাস ব্রিক্স-এর কাছে। এমনকী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর্টিবল্ড, পেশির স্নায়বিক উদ্দীপনা ও তাপ নিঃসরণ সম্পর্কে বিভিন তথ্য জানতে জার্মানিতেও গিয়েছিলেন। জার্মান বিজ্ঞানী হেরমান হেলমহোলজ-এর সঙ্গে আচিবল হিল, জৈব পদার্থবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রতিদিন সকাল ৭টা ১৫ মিনিট থেকে সাড়ে দশটা অবধি দৌড়তেন আচিবল্ড হিল। তিনি দেখাতেন দৌড়ের ফলে দেহে সঞ্চিত শক্তির বদলে কীভাবে মাংসপেশিতে অক্সিজেন জমা হয়। তীর স্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস-এর বোন মার্গারেট কেইনস। আচিবল্ড আর মার্গারেট ছিলেন কৃতী সন্তানদের জনক-জননী। জ্যেষ্ঠা কন্যা পলি ছিলেন অর্থনীতিবিদ, ছোটমেয়ে জ্যানেট ছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, জোস্টপুত্র ডেভিড ছিলেন ফিজিওলজিস্ট। কনিষ্ঠ পুত্র মরিস ছিলেন প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ স্যার স্টিফেন হকিং এবং অস্টিয় মনস্তাত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর সঙ্গে হাইগেট- এর ১৬, বিশপসউড রোডের বাড়িতে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভেজাল আড্ডায় মেতে উঠতেন জ্ঞানতাপস আর্টিবল্ড হিল।

রক্ত ও লৌহ" যুদ্ধ-রাজনীতির প্রবক্তা চ্যান্সেলর ওটো ফন বিসমার্ক-এর কুক্ষিগত তখনকার শ্রাশিয়া সালজ্যের সম্পাট-কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলস। সেই সময়েই, ১৮৮৪ সালে হ্যানোভার প্রদেশের অন্তর্গত র্যাথেনাউস্ট্রাস-এ জন্মগ্রহণ করেন চিকিৎসক ওটো ফ্রিজ মেয়ারহফ। পেশি ও স্নায়বিক সংবেদন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৯২২ সালে আর্টিবল্ড হিলের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পাওয়া মেয়ারহফ-এর বাবা-মা ছিলেন সাম্যবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের মতোই জার্মান ইহুদি। সুতরাং, হিটলারি জমানাতে ফ্রিজ মেয়ারহফকে নাৎসি পুলিশবাহিনী, "গেস্টাপোশর কুৎসিত নজরদারির সামনে পড়তে হয়। বার্লিনে ছেলেবেলাটা কাটালেও মেয়ারহফ, চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন স্ট্রাসবুর্গ এবং হেইডেলবার্গ শহরে। মানসিক অসুস্থতার নির্ণয় ও নিরাময় নিয়ে একটি গবেষণাপত্রও লেখেন মেয়ারহফ। পড়ানোর সময়েই ফ্রিংজ মেয়ারহফের নাম, আর্টিবল্ড হিলের সঙ্গে যুগাভাবে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়। নাৎসি আগ্রাসন এড়ানোর জন্য ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল শার্ল দ্য গল-এর আহনে প্যারিসে প্রবাসী হন ফ্রিৎজ মেয়ারহফ। উতিদকোষে গ্লাইকোলাইসিস নিয়ে অন্য দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে মেয়ারহফ যে গবেষণাটি করেন তাকে এম্বডেন-মেয়ারহফ-পারনাস" পথ বলে অভিহিত করা হয়। স্ত্রী হেডভিগ শালেনবার্গ আর মেয়ে কেটিনা, ফ্রিংজ মেয়ারহফকে গবেষণার কাজে অক্রীন্তভাবে সাহায্য করে চলতেন। মাংসপেশিতে ল্যাকটিক আযাসিডের গ্রহণীয়তা নিয়েও গবেষণা করেন ফ্রিংজ মেয়ারহফ। মার্কিন দেশের পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যে ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক পদে কাজ করার সময়েই ৬৭ বছর বয়সে প্রয়াত হন ওটো ফ্রিজ মেয়ারহফ। মানবশরীরের ওপর গবেষণাতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন তিনি।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজ্ঞাপন জগতের বেহিসেবি ও অবাস্তব কাণ্ডকারখানা আমাদেরকে বিস্মিত করে

বরুণ দাস

বিজ্ঞপন জগতের বেহিসেবি, বেপরোয়া, অবাস্তবায়িত কাণ্ডকারখানা নিয়ে আমাদের অনেকটা ধারণা থাকলেও তার বিশাল বাজার কোনও ধারণা নেই। মুদ্রিত কিংবা বৈদ্যুতিনত্ত - যে কোনও সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখলেই যেমন গাছে চড়ে, ঠিক তেমনই বিজ্ঞাপন জগতের কাণগুকারখানাও কতটা পরিমাণে অবাস্তব। স্বাভাবিক যুক্তিবোধ যেখানে হার মানতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির মাঝেও বিজ্ঞাপনী চমক আমাদেরকে মুহুমুহ মোহিত করে। মুহূর্তেরক জন্য অন্য কোনও অলীক জগতের দিকে ঠেলে দেয়। যে জগতে ন্যূনতম যুক্তি-তর্ক বিচার বিবেচনার কোনওরকম জায়গা নেই। সবটাই এক যুক্তিহীন ধোঁয়াশা তো বটেই, এক মোহ ও মায়ার বিচিত্র জগৎও। এই মোহ ও মায়ার বাধন কাটিয়ে উঠতে পারেন না বাস্তব জগতের বাসিন্দারা। যারা নিজেদের আধুনিক, শিক্ষিত ও সচেতন বলে দাবি করেন। আসল ট্যাজেডিটা বোধহয় এখানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নামিদামি পণ্য সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যকে ক্রেতাসাধারণের সামনে উপস্থিত করেই থেমে থাকেন না, তাদের উৎপাদিত পণ্যটি যে অন্য সব পণ্যের চেয়ে সেরা তা প্রমাণ করার জন্য আদা-জল খেয়ে মাঠে নামেন। অসত্য ও অর্ধসত্য জাল বুনে ক্রেতাসাধারণকে বিভ্রান্ত করার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যান। তথ্য-পরিসংখ্যান বিকৃত সহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে নিজেদের মনগড়া কথাগুলিকেই চিরসত্য বলে বিজ্ঞাপিত করার এক মোহময় জাল বিস্তার করেন। এজন্য বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির আলাদা বিভাগ আছে, যেখানে মোটা বেতনের নিযুক্ত বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞরা রীতিমতো গবেষণা করেন কীভাবে ক্রেতাসাধারণকে চূড়ান্ত বিভ্রান্ত করা যায় এবং নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ব্যাপারে বেশি সাফল্য পাওয়া যায়। শুরু হয় প্রতিযোগিতার ব্যাপার। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে চলে এক ধরনের ঠান্ডা লড়াই। যে লড়াইয়ে কেউ টিকে থাকে তো কেউ আবার পিছু হঠতে বাধ্য হয়। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে এই খেলা চলছে সারাক্ষণ। এই লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে অর্থ। বিশ্বায়নের সৌজন্যে এখন মুক্ত বাজার। গোটা বিশ্বজুড়েই এখন পণ্যের বাজার। এই মুক্ত বাজার দখলের জন্য নামিদামি সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে নামে। এই আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা চলে। কেউ কাউকে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়তে নারাজ। যে যত বুদ্ধিমভার সঙ্গে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারবে ক্রেতাসাধারণের মনে, তারই দখলে যাবে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার। জয় সেই বাণিজ্যিক সংস্থার।

ভারতের মতো দেশে বাজার বিশাল। ১৩০ কোটি মানুষের দেশ। স্বভাবতই দেশি-বিদেশি নামিদামি সংস্থাগুলির লোভ এই বিশালাকার বাজারের ওপর। মাত্র দশ শতাংশ মানুষকে বিজ্ঞাপনী চমকে কোনওভাবে বিভ্রান্ত করা যায় তো কেল্লা ফতে। কোনও দেশের মাত্র দশ থেকে বিশ শতাংশ মানুষকে নিজেদের বাগে আনতে পারলেই মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলা যায় ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ওই সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। এটা বুঝে গেছে চতুর বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি। যাঁদের ওপর সাধারণ মানুষের দুর্বলতা ও ব্যবসায়িক অভিসন্ধি চরিতার্থ করাতে তৎপর হয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি। যেমন সিনেমা ও খেলার দুনিয়ার জনপ্রিয় তারকারা। মোটা কর্পোরেট-কর্তারা। তারপর মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দেন। এখন তো সোশ্যালমিডিয়াও অন্যতম প্রচার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত সহজেই এ কাজ করা যায়। নিজেরা ভিডিও তৈরি করে তা ইউটিউবে আপলোড করলেই বাজার মাত।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষার ফলাফলে প্রকাশ, কোনও পণ্যের উৎপাদন খরচ যা, তার প্রায় সাড়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি বিজ্ঞাপন- খরচ। এর সঙ্গে যুক্ত হবে সংস্থার মুনাফার অঙ্ক। অর্থাৎ যে পণ্যটি ক্রেতাসাধারণের মাত্র দশ টাকায় (উৎপাদন খরচত ও সংস্থার মুনাফা সহ) পেতেন, তা-ই তাদেরকে কিনতে হচ্ছে ত্রিশ টাকায়। অতিরিক্ত বিশ টাকা গুণতে হচ্ছে স্রেফ বিজ্ঞাপনের খরচের জন্য। আর এভাবেই প্রতিটি বাজারি পণ্যের জন্য দেশের ক্রেতাসাধারণের পকেট কাটা হচ্ছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানেন না।

একবার দেখা যাক, ভারতের মতো দেশে বিজ্ঞাপনের বাজার ঠিক কত বড়? সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে এই মুহূর্তে বিজ্ঞাপনের বাজার প্রায় ৮২ হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে চিনের সংস্থা প্রায় দশ থেকে বারো হাজার কোটি টাকার। এদেশে বিজ্ঞাপনের বাজার ঢালত। অর্থাৎ দেশের মোট বিজ্ঞাপনের ১২-১৩ শতাংশই আসত চিনা সংস্থাগুলি থেকে। ২০১৮ থেকে ২০২২ অবধি পাঁচ বছরের জন্য আইপিএল-এর টাইটেল স্পনসরশিপের স্বত্ব নিলামে কেনে তাদের ভিভো সংস্থা ২২৯০ কোটি টাকায়।

সম্প্রতি লাল চিনের সঙ্গে ভারতের লাদাখ সীমান এলাকা গালওয়ান-কাণ্ডে মনোমালিন্য হওয়ায় তারা আইপিএল থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ফলে ফীপড়ে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বাধ্য হয়েও তাদেরকে অন্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে হচ্ছে। দেশীয় সংস্থা পতঞ্জলি এগিয়ে এসেছে ওই শুন্যস্থানের দখল নিতে। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও নাকিসেরে নিয়েছে। বিদেশের বাজারে নিজেদের পণ্য প্রচারের সুযোগ নিতে চায় পতঞ্জলি। আন্তর্জাতিক বাজার দখলের চেষ্টায় উৎসাহী তারা। আসলে এতবড় বিজ্ঞানী বাজারকে কে আর হাতছাড়া করতে চায়? ফলে বাজার দখল চলখে এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই। কে দখল নেবে কোন মাধওমে বিজ্ঞাপন দেবেন। ৮০ হাজার কোটি টাকা অনেক ছোটোখাটো দেশের বার্ষিক বাজেট হয়ে যায়। সেখানে বিজ্ঞাপনের বাজার এদেশের ওই পরিমাণে টাকা। কত দক্ষ মানুষ যুক্ত আছেন এই কাজে তার ইয়ত্তো নেই। ইদানিং অনেকে বাজার (মার্কেটিং) সম্পর্কে পিএইচডি করেছেন আধুনিক ক্রেতাদের চরিত্র ও চাহিদার রকমফের নিয়ে চলে নানারকম গবেষণা।

অর্থাৎ বেশি সংখ্যক ক্রেতাসাধরণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা নিয়ে দেশি বিদেশি পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সব সময়ই একটা ঠান্ডা গরম প্রতিযোগিতা চলে। প্রত্যেকেই উদিগ্ন। অন্য সংস্থার হাতছানিতে ক্রেতারা যাতে দূরে সরে না যায়, সেজন্য তারা সব সময়ই ভীষণ তটস্থ। কী করে ক্রেতাদের নিজেদের পণ্যের দিকে টেনে বা ধরে রাখা যায়, তা নিয়েই সতোসব চুলচেরা গবেষণা। কথার মায়াজাল। কথার ছলাকলা। কথার রকমফের। কথার মারপ্যাঁচ। কথার চাতুর্য। সত্য মিথ্যের ধোঁয়াশা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলার বইমেলা শুরু শুক্রবার। জোরদার প্রস্তুতি। ছবি ঃ নিজস্ব

অনলাইন শিক্ষার পরিষেবা নিয়ে মোদীকে চিঠি মমতার

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আন্তর্জাতিক স্তরে অনলাইন শিক্ষার পরিষেবা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকালই মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। অনুমতি চেয়েছিলেন করোনার টিকার জন্য। এদিন চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত সওয়াল করতে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকারের পক্ষে। তাতে তিনি অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এমন কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে যার জেরে অনলাইন পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, শিক্ষা সংবিধানে রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ অধিকারের তালিকায় রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারগুলির মতামত না নিয়ে তাঁদেরকে না জানিয়ে কেন কেন্দ্র অনলাইন শিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ জারি করল। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় আঘাত। অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুক মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক।

রাজ্যের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে রেখেছে উচ্চমানের শিক্ষা অনলাইনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দিতে। সেখানে বিদেশী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা বা গবেষকেরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কোনও একটি বিষয়ে পাঠদান করতে পারবেন বা তাঁদের সঙ্গে নিজ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেয় যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনলাইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করতে পারবে না বা তাতে অংশ নিতে পারবে না। এর ফলে এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পড়ুয়ারা এই সেমিনার ও সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়বস্তু যেমন জানতে পারছে না তেমনি বিদেশী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা বা গবেষকেরাও পড়াতে পারছেন না বা পড়ুয়াদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি জানতে চেয়েছেন যে এই নিষেধাজ্ঞা কী "এক দেশ এক ভাবনার"র তত্ত্ব জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস? ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তো গ্রামীণ এলাকা, প্রত্যন্ত এলাকা, ছোট শহর থেকে বড় শহরগুলির পড়ুয়াদের সঙ্গে বিশ্বের শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের সঙ্গে চিন্তাভাবনা বিনিময়ের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অথচ সেই মাধ্যমেই নিষেধাজ্ঞা বসাচ্ছে কেন্দ্র যা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ও অনুরোধ করছেন অবিলম্বে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার ফিরিয়ে দিক কেন্দ্র। একই সঙ্গে আগামী দিনে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা চাপানোর আগে কেন্দ্র সরকার যেন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মতামত নেয়। কেননা শিক্ষা সংবিধানে যৌথ অধিকারের তালিকাভুক্ত।

দেশকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করতে চাইছে কংগ্রেস : প্রমোদ সাওয়ান্ত

পানাজি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। টুইট করে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দেশকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করতে চাইছে কংগ্রেস।' একইসঙ্গে প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ভারত একটি দেশ! টুইট করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করেছেন প্রমোদ।

নিজস্ব টুইটার হ্যান্ডেলে প্রমোদ সাওয়ান্ত লিখেছেন, 'কংগ্রেস ভারতকে উত্তর এবং দক্ষিণে বিভক্ত করতে চাইছে, কিন্তু দেশবাসী কংগ্রেসের এই ধরনের প্রচেষ্টা সফল হতে দেবে না। রাহুল গান্ধী একটি জঘন্য পথ অবলম্বন করেছেন, বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি কতটা জানেন তাই জানান দিচ্ছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ভারত একটি দেশ!'

ফের পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে সমস্যা, স্থগিত রাখা হল বারাকপুরের অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "পরিবর্তন যাত্রা" নিয়ে ফের সমস্যার মুখে পড়তে হল বিজেপি-কে। স্থগিত রাখা হল দলের বারাকপুরের অনুষ্ঠান। বারাকপুর সিটি পুলিশের অনুমতি না পাওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত। এই যাত্রার দায়িত্বেছিলেন সাংসদ তথা বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে জানালেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, ঘোষপাড়া রোড দিয়ে "পরিবর্তন যাত্রা" নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল না বারাকপুর সিটি পুলিশ। ফলে কাঁচড়াপাড়া থেকে বারাকপুর পর্যন্ত পরিবর্তন যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে।' পাশাপাশি আদালতে যাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

পরিবর্তন যাত্রায় 'বাধা' প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের নির্দেশে অন্যায় করছে পুলিশ। দিদিমণি আসলে ভয় পেয়েছে। সেই কারণে বারবার পরিবর্তন যাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।" উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার কাঁচড়াপাড়ায় পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আটকে পড়ে বিজেপি-র নবদ্বীপ জোনের পরিবর্তন যাত্রা। এটিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কাঁচরাপাড়ায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্র বসু, বীজপুর ও নোয়াপাড়ার দুই বিধায়ক শুভ্রাংশু রায় ও সুনীল সিং, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিং, দলের রাজ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের নেতৃত্বে নানা রকম ধ্বণি দেন। পথ অবরোধ করেন।

উল্লেখ্য, গত শনিবার বিকেলে মিনাখাঁ-বাসন্তী হাইওয়েতে বিজেপির রথযাত্রা আটকানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলে বিরুদ্ধে। চলে বোমাবাজি। ট্যাবলোয় ভাঙচুর করা হয়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পালটা এলাকার তৃণমূল পার্টি অফিসেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় বিশাল পুলিশবাহিনী, র‌্যাফ, কমব্যাট ফোর্স পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জখম হন দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন। প্রসঙ্গত, একুশের নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে পরিবর্তন যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। মোট ৫টি জায়গা থেকে সূচনা করা হয়েছে রথযাত্রার।

কেরলে আরএসএস কর্মী খুনে ধৃত ৮, শুনশান আলাপ্পুঝার চেরথালা

আলাপ্পুঝা (কেরল), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেরলের আলাপ্পুঝা জেলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র একজন কর্মীকে খুনের ঘটনায় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এসডিপিআই)-র ৮ জন কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার রাতে আলাপ্পুঝা জেলার চেরথালা শহরের কাছে নাগামকুলাঙ্গারায় কোনও কারণে এসডিপিআই এবং আরএসএস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, এসডিপিআই-এর কর্মীরা কুপিয়ে খুন করেন আরএসএস কর্মী নন্দুকে (২৩)।

সংঘর্ষে আহত হন মোট আহত হন ৬ জন, তাঁদের মধ্যে এসডিপিআই এবং আরএসএস-এর কর্মীরা রয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন আরএসএস কর্মীর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। এই ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে মোট ৮ জন এসডিপিআই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরএসএস কর্মীর মৃত্যু এবং হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আলাপ্পুঝা জেলায় বনধের ডাক দেয় বিজেপি এবং বেশ কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। বনধের ভালো প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে আলাপ্পুঝা জেলার চেরথালা শহরে। বৃহস্পতিবার সকালে রাস্তাঘাট ছিল জনশুন্য, ব্যবসায়ীরা দোকান খোলেননি।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, অভিনব প্রতিবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পেট্রপণ্যের দাম বৃদ্ধির অভিনব প্রতিবাদ জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি ব্যাটারিচালিত স্কুটিতে চড়ে হাজরা মোড় থেকে নবান্নে যান।

এই যাত্রায় ছিল না কোনও দলীয় পতাকা। অর্থাৎ বার্তাটা থাকল তৃণমূল সুপ্রিমো নয়, এই প্রতিবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রসঙ্গত ১৪ বছর পর স্কুটারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুটার চড়তে দেখা গেল। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম তাঁর এই অভিনব প্রতিবাদ।

পেট্রল ডিজেল সেঞ্চুরির পথে। আজ নতুন করে বেড়েছে গ্যাসের দাম। পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব তৃণমূলের প্রতিবাদের হাল ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। দলীয় কর্মীরা ভিড় জমাতে পারে তাই গোপন রাখা হয়েছিল কর্মসূচিও। কিন্তু সিদ্ধান্ত অবিচল মমতা হাজরা মোড় থেকে শেষমেশ নীল হেলমেট পরে ববি হাকিমের স্কুটারে চড়লেন। হল প্রতিবাদ যাত্রা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দক্ষিণ কাশ্মীরে বাড়িতে ভয়াবহ আগুন, নেভাতে গিয়ে দগ্ধ দু"জন

শ্রীনগর, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যরাতে আগুন-আতঙ্ক দক্ষিণ কাশ্মীরে কুলগাম জেলায়। বুধবার মধ্যরাতে কুলগাম জেলার কাজিগুন্দের চুরাত গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে। নুন্দা মহম্মদ শাহ নামে একজন ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নেভানোর সময় দগ্ধ হয়েছেন দু"জন। তাঁদের নাম-খুরশিদ আহমেদ শাহ (৪০) এবং ফায়াজ আহমেদ ভাট (৩৭)। দু"জনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে অনন্তনাগের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার মধ্যরাতে নুন্দা মহম্মদ শাহ নামে একজন ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নেভানোর সময় দু"জন দগ্ধ হয়েছেন। পরে দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এক মাসে তিন দফা, মধ্যরাত থেকে ফের বাড়ল গ্যাসের দাম

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এখনও দু'সপ্তাহ হয়নি ৫০ টাকা দাম বৃদ্ধির পর, বুধবার মধ্যরাত থেকে ফের ২৫ টাকা দাম বাড়ল রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের। এই নিয়ে এ মাসে তিন বারে মোট ১০০ টাকা দাম বাড়ল। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল-গ্যাস সংস্থাগুলির ঘোষণা অনুযায়ী, ১৪.২ কিলোগ্রামের ভর্তুকিহীন গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কলকাতায় ২৫ টাকা বেড়ে হচ্ছে ৮২০.৫০ টাকা। ১৯ কিলোগ্রামের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দর কমছে ৫ টাকা। হচ্ছে ১,৫৮৪ টাকা।

ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া। জ্বালানি তেল প্রতিদিনই দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের। এ বার আমজনতার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে ৮০০ টাকা ছাড়াল রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দামও। কিন্তু কেন এই বৃদ্ধি? সংস্থাগুলির দাবি, বিশ্ব বাজারে গ্যাসের ও তার উপাদানের দাম বৃদ্ধিই এর কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষয়ে দিল্লির সঙ্গে আলোচনা করবে ঢাকা

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৪।। দীর্ঘ দিন শান্ত থাকার পর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তাদের একটি অংশ ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। আগামী শনিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠেয় দুই দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।ড্র

বুধবার (২৩ ফেব্রুয়ারি)পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, গত ডিসেম্বরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-বিএসএফ'র মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা হয়েছিল। ওই সময় ভারতের মিজোরামে বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘাঁটি আছে বলে বাংলাদেশের প থেকে জানানো হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের এবারের বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা হতে পারে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সম্ভাবনা আছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অবস্থান করছে বলে ভারত সব সময় অভিযোগ করলেও এবারে ঢাকা অভিযোগ করছে, ভারতের রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অবস্থান সম্পর্কে।

জানা গেছে, দীর্ঘ চার বছর পর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ভার্চুয়ালি এই বৈঠক হবে। বৈঠকে বাংলাদেশের পে নেতৃত্ব দেবেন সুরা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. শহিদুজ্জামান এবং ভারতের পে নেতৃত্ব দেবেন অজয় কুমার ভাল্লা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা এই দুটি বড় বিষয় নিয়ে এবারের বৈঠকে আলোচনা হবে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, ফেন্সিং, দুই সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা, মাদক, অস্ত্রসহ বিভিন্ন চোরাচালান, মানবপাচারসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। অপরদিকে, আলোচ্য সূচিতে নিরাপত্তা বিষয়ের মধ্যে থাকছে সন্ত্রাসবাদ, জাল অর্থ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভিসাসহ অন্যান্য বিষয়।

এ প্রসঙ্গে সরকারের একজন কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার বিষয়টি আমাদের দিক থেকে জোরালোভাবে তোলা হবে। আগে সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের জন্য গরু চোরাচালানকে দায়ী করা হতো, কিন্তু বর্তমানে এর পরিমাণ অনেকটা কমে গেছে বলে তিনি জানান। ওই কর্মকর্তা বলেন, চোরাচালান বিশেষ করে মাদক চোরাচালান বাংলাদেশের জন্য বড় একটি সমস্যা এবং এটিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটা নিয়েও দুই সচিব আলোচনা করবেন।

ভারতের বেশিরভাগ স্থলবন্দর এখনও বন্ধ রয়েছে এবং ফলে বাংলাদেশিরা স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করতে পারছে না। এ কারণে অনেক রোগী এবং অন্যান্য জরুরি কাজে ভারতে গমনকারীরা বিপদে পড়ছেন বলে জানান তিনি।

এই কর্মকর্তা বলেন, ভিসারে ত্রে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে ভারতে যে স্থলবন্দর দিয়ে প্রবেশ করা হয়,ঠিক সেই একই বন্দর দিয়েই প্রস্থান করতে হয়, যা অনেককে ত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই বিষয়টি সহজ করার জন্য বৈঠকে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত দেওয়ায় মমতাকে দুষল বিজেপি

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুষল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য টুইটে লেখেন, "পিসির উত্তরোত্তর বাংলাদেশি পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশনের স্লোগান দেওয়া বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশংসা এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপমান করা থেকে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই যে আইএসআই মদতপুস্ট খলিস্থানী এজেন্টরা খোলাখুলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন চাইবেন পরবর্তী কার্যকলাপের জন্য।' পশ্চিমবঙ্গকে অবিলম্বে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে খালিস্তান পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলার সম্পদকে সবদিক থেকে ধ্বংস করছে কেন্দ্র। নিজেদের আদর্শ, পরিচিতি, সংস্কৃতি বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গের উচিত ভারত থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি স্বাধীন মহারাষ্ট্রের দাবিতে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকেও চিঠি দিয়েছে এই সংগঠনটি। এই খবর প্রকাশ্যে আসাতেই অমিত মালব্য ওই টুইট করলেন। সূত্রের খবর, জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ সম্প্রতি কেন্দ্রকে জানায়, ভারতীয় সেনার ভিতর হতে পারে বিদ্রোহ। বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করে এনআইএ জানায় এর জন্য ষড়যন্ত্র করছে খালিস্তানিরা। আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডার মাটিতে বসে জাল বোনা হচ্ছে সেই ষড়যন্ত্রের। এর পাশাপাশি, কাশ্মীরের যুবকদেরও উগ্রপন্থায় উৎসাহ দিচ্ছে। তারা খোলাখুলি ভারত থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে সমর্থন জানাচ্ছে।

সুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে, ভারতে ২১.৩৮-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুস্থতা সমানে বাড়ছে ভারতে, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে ভারতে। ফলে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও বাড়ছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৭.৯৩-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.৩৮-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৯৩,৩৮৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,৩৮, ২৯,৬৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।

সুস্থতা বাড়লেও, শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে অনেকটাই বেড়েছে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৭৯৯ জন। বৃস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৬, ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ০৭,৩৮,৫০১ জন (৯৭.২১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৫১,৭০৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,৮০১ জন (১.৩৭ শতাংশ)।

বিজেপিতে তারকা-আগমণ, গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন পায়েল সরকার

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বঙ্গ বিজেপিতে আবারও তারকার আগমণ, এবার অভিনেত্রী পায়েল সরকার যোগ দিলেন বিজেপি-তে। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার উপস্থিতিতে, রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাছ থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন অভিনেত্রী পায়েল সরকার। ক"দিন ধরে টলিউডের কুশিলবরা সরাসরি রাজনীতিতে বেশি মাত্রায় নাম লেখাচ্ছেন। এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে নানা মহলে। ২০০৪ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক হন পায়েল। সে বছরেই মুক্তি পায় তাঁর প্রথম ছবি 'শুধু তুমি''। সহশিল্পী ছিলেন প্রসেনজিৎ ও কোয়েল মল্লিক।

প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিনোদন জগত বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। একের পরে এক অভিনেতা-অভিনেত্রী দুই শিবিরেই যোগ দিচ্ছেন। কিছু দিন আগেই গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত-সহ একঝাঁক টলি তারকা। আবার সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ভরত কল, দীপঙ্কর দে, সৌরভ দাস, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, রণিতা-সহ আরও বেশ কয়েকজন তারকা। আর তার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বুধবার পতাকা তুলে নিলেন টলিউডের সায়নী ঘোষ, মানালি দে, কাঞ্চন মল্লিক, সুদেষ্ণা রায়, রাজ চক্রবর্তী, জুন মাল্য প্রমুখ।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, দিল্লিতে করোনা-সংক্রমিত আরও ২২০ জন

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে কমেই চলেছে নতুন করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। স্বস্তির খবর হল, দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত কোনও রোগীর মৃত্যু হয়নি। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২২০ জন, এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৯৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৯০৫ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৫১৯ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৮৮ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ১৬৯ জন। নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ায় স্বস্তিতে দিল্লিবাসী।

শিলিগুড়িতে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার একটি হোটেলের সামনে থেকে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে স্থানীয়রা ওই মহিলার মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। আনা হয় পুলিশ কুকুরও। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার পেটে বেশ কয়েক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার এলাকাজুড়ে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার পর মহিলা পালনোর চেষ্টা করেছিল। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা ! ভারতে ঊর্ধমুখী দৈনিক সংক্রমণ-মৃত্যুর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণের হার বৃদ্ধিতে ফের ভয় বাড়ছে ভারতে। দেশে আবারও অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। বুধবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬ হাজার ৭৩৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৩৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৭৯৯ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৭,৩৮,৫০১ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬,৭৩৮ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯১৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৪৯৯ জন। ১৩৮ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৬, ৭০৫ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৭, ৩৮,৫০১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৭০৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪, ৮০১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৭১ হাজার ১৬৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৫ লক্ষ ০৩ হাজার ৯৪৭ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

চুল জট মুক্ত রাখতে ঘরোয়া উপাদান

নানান কারণে চুল রুক্ষ ও কেঁকড়া হয়ে যেতে পারে। এর ফলে ফাটা, ভেঙে যাওয়া এমনকি চুল পড়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রুক্ষ চুলের ঘরোয়া সমাধান সম্পর্কে জানানো হল।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: সুস্থ চুলে পিএইচ'য়ের মাত্রা ৪.৫ থেকে ৫.৫, যা একে অম্লীয় করে। চুল ক্ষারীয় হয়ে গেলে, 'কিউটিকল' উন্মুক্ত হয়, যা চুলকে করে তোলে রুক্ষ। অ্যাপল সাইডার খানিকটা অম্লীয়। তাই চুলের রুক্ষভাব কমাতে, চুলে ব্যবহার করা প্রসাধনীর অবশিষ্ট দূর করতে ও চুল চকচকে করতে এটা কার্যকর।

সপ্তাহে দুবার শ্যাম্পুর পরে পানির সঙ্গে অ্যাপল সাইডার মিশিয়ে তা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন, ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

ডিমের সঙ্গে কাঠবাদামের তেল: ডিম উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ। আর এটা চুলের ক্ষত মেরামত করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে কাঠবাদামের তেল চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়ক। রুক্ষ চুলের সমস্যায় এই দুই উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভালো।

একটা ডিম ও এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ কাঠবাদামের তেল ভালো মতো মিশিয়ে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। চুল কয়েকটি ভাগে ভাগ করে মাথার ত্বক ও চুলে মাস্কটি ব্যবহার করুন। ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

চুল আর্দ্র রাখার পাশাপাশি উজ্জ্বল দেখাতে সপ্তাহে একবার এই মাস্ক ব্যবহার করা ভালো।

কলা ও মধুর মাস্ক: কলা চুল 'কন্ডিশনিং' করতে খুব ভালো কাজ করে। বিশেষ করে এটা যখন মধুর সঙ্গে মেশানো হয় তখন এর কার্যকারিতা আরও বাড়ে। মধু চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে।

মধু ও কলা একসঙ্গে চুলের মলিনভাব কমায় ও রুক্ষভাব দূর করে।

পাকা কলা ভালো মতো ভর্তা করে এর সঙ্গে দুই চা-চামচ মধু ও এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ নারিকেল তেল মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। মিশ্রণটি মাথার ত্বক ও চুলে ব্যবহার করে ২০ থেকে ২৫ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। খুব বেশি রুক্ষ চুলে ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে একবার এই মাস্ক ব্যবহার করুন।

হরমোনের কারণে মেদ বাড়ার ইঙ্গিত

সঠিক উপায় ও মাত্রায় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া আর শরীরচর্চা করেও কিছু মানুষ মেদ ঝরাতে পারেন না। আর এমন পরিস্থিতির নেপথ্যের কারণ হয়ত হরমোনের ভারসাম্যহীনতা।

হরমোনের কারণে মেদ বাড়ছে এমনটা বোঝার কিছু উপায় তুলে ধরা হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে পেটে মেদ বাড়লে তাকে চিকিৎসকরা 'হরমোন বেলি' বলেও আখ্যায়িত করেন। শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, মানসিক অবস্থা, ক্ষুধা, যৌন ক্ষমতা ইত্যাদিসহ আরও অসংখ্য শারীরিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন। এর ভারসাম্য নষ্ট হলে কিংবা কোনো হরমোনের ঘাটতি দেখা দিলে এই শারীরিক কার্যক্রমগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা কমে যাওয়া, রজঃবন্ধ, পরিবেশগত বিভিন্ন পরিবর্তন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, যা থেকে বাড়তে পারে পেটের মেদ।

খাওয়ার পরও তৃপ্তি না পাওয়া

পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরও যেন পেট ভরেনি- এমন অনুভূতি যদি হয় তবে বুঝতে হবে যৌন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িতে হরমোন আপনার বিপাকক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে।

'ইস্ট্রোজেন' এমনই একটি যৌন হরমোন, যার ভারসাম্যহীনতার কারণে খাওয়ার পরও ক্ষুধার অনুভূতি রয়ে যায়। এই 'ইস্ট্রোজেন' হরমোন শরীরের 'লেপ্টিন'য়ের মাত্রা বাড়ায়। শরীরে 'লেপ্টিন' যত বেশি হবে, ততই সমস্যা বাড়বে।

'টেসটোস্টেরন'য়ের মাত্রা বাড়লে আবার 'লেপ্টিন' কমে আসে। এই 'লেপ্টিন' দেহের ওজন ও শক্তির ভারসাম্য ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ

মানসিকভাবে চাপে থাকলে শরীরের 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থি নিঃসরণ করতে থাকে 'কর্টিসল' নামক হরমোন, যা মানসিক চাপ সামলাতে শরীরকে সাহায্য করে। তবে আপনি যদি দিনের বেশিরভাগ সময়ই মানসিক চাপে থাকেন, সেক্ষেত্রে একসময় শরীরে 'কর্টিসল'য়ের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। 'কর্টিসল' বেড়ে গেলে বাড়বে হৃদস্পন্দনের গতি, রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং পেটের চর্বি।

শুধু পেটেই চর্বি বাড়ছে

রজঃবন্ধ শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। এই সময়ে 'ইস্ট্রোজেন'য়ের মাত্রা যখন কমে যায় তখন ওজন বেশি বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে এসময় পেট, উরু, নিতম্ব আর কোমরে মেদ জমে বেশি।

মিষ্টি কিছু খাওয়া তীব্র ইচ্ছা

অবিরাম মিষ্টি কিছু খাওয়া ইচ্ছা হতে থাকলে বুঝতে হবে আপনার শরীর লড়াই করছে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স'য়ের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আপনার শরীর রক্ত থেকে চিনি বা শর্করা শোষণ করতে পারছে না, আর সেকারণেই আপনার কোষের 'কার্বোহাইডেট'য়ের চাহিদা বাড়ছে। অপরদিকে একই কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে 'লেপ্টিন'য়ের মাত্রার ওপর। 'লেপ্টিন' ও 'ইনসুলিন' দুইয়ের মাত্রা কমে যাওয়া ফলাফল হল প্রচণ্ড মিষ্টি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এমননি খাওয়া শুরু করলে শেষ করা কষ্ট হয়ে যায়। আর এভাবেই পেটের মেদ বাড়তে থাকে।

সাধারণ ঠাণ্ডার সমস্যায় উপকারী খাবার

ঋতু পরিবর্তনের কারণে সাধারণ ঠাণ্ডা কাশির সমস্যা দেখা দেয়। পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের পুষ্টিবিদ ও সনদপ্রাপ্ত ডায়াবেটিস প্রশিক্ষক ডা. অর্চনা বাতরা বলেন, "কিছু খাবার ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও প্রদাহ নাশক উপাদান সমৃদ্ধ যা আমাদেরকে ঋতুভিত্তিক ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।"

মহামারীর এই সময়ে নিজেকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প নেই।

মধু: প্রাচীনকাল থেকেই মধু এর ব্যাক্টেরিয়া-রোধী উপাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরে মধু কেবল ক্ষত নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হত।

বাতরার মতে, "মধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও দেহকে আর্দ্র রাখতে ভূমিকা রাখে।"

এর 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল' উপাদান ঠাণ্ডা-কাশি ও গলা ব্যথা উপশমে সাহায্য করে।

সকালে এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে পান করলে উপকার মিলবে। অথবা চায়েও মধু দিয়ে পান করা ভালো।

আদা: প্রাকৃতিক প্রদাহরোধী, 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল' ও ক্যান্সার-রোধী উপাদান সমৃদ্ধ।

বাতরা বলেন "অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ আদা ঠাণ্ডা থেকে হওয়া বমিভাব কমায়।"

সুপ বা চায়ের সঙ্গে কাঁচা আদা খেতে পারেন। ভাইরাল সংক্রমণ এড়াতে অন্যান্য মসলা দিয়ে আদা সিদ্ধ করে ঠাণ্ডা করে পান করতে পারেন।

রসুন: রসুনে রয়েছে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস রোধী উপাদান। আর এটা প্রাচীনকাল থেকেই ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে।

বাতরার পরামর্শ হল, "নিয়মিত রসুন খাওয়া ঠাণ্ডা কাশির ঝুঁকি কমায়।"

সম্পূরক হিসেবে রসুন খাওয়া ঠাণ্ডার প্রখরতা কমায় ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। খুব বেশি ঠাণ্ডা লাগলে প্রতিদিন সকালে কাঁচা রসুন খেলে উপকার মিলবে। অথবা সকালে রসুনের সুপ বা ঝোল তৈরি করেও খাওয়া যায়। এতে গলা ব্যথা কমবে ও শরীর উষ্ণ থাকবে।

মুরগির সুপ: সহজপাচ্য ও প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন, প্রোটিন ও ক্যালরি সমৃদ্ধ। অসুস্থ শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান যোগাতে মুরগির সুপ উপকারী। এটা ইলেক্ট্রোলাইট উপাদান সমৃদ্ধ যা জ্বর থেকে সুস্থ হতে সাহায্য করে। গরম মুরগির সুপ শ্লেষ্মা দূর করতে ও গরম ভাপের মতো প্রাকৃতিক নিরাময়ক হিসেবেও কাজ করে বলে জানান, বাতরা।

মুরগির মাংসে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড ঠাণ্ডা কাশির সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে সহায়তা করে।

দই: ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন ও উপকারী প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ। এই সকল পুষ্টি উপাদান রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও সাধারণ ঠাণ্ডা কাশির ঝুঁকি কমায়। এটা রোগীর অসুস্থতার সময়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি সরবারহ করে। যদিও দুধের তৈরি খাবার সবার জন্য উপযোগী নয়।

তাই বাতরা এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, "দই খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। জমাট সর্দির সমস্যা থাকলে দই খাওয়া এড়ানো উচিত।"

সবুজ শাক সবজি: এর পুষ্টিগুণের কথা সবারই জানা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ সবজি যেমন- পালংশাক, ব্রকলি, কপি, মরিচ ইত্যাদি খাবারে যোগ করা ভালো। বাতরা বলেন, "সবুজ খাবার বিপাকে সহায়তা করে ও অপ্রয়োজনীয় ক্যালরি পোড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন এ, কে, সি, আঁশ ও খনিজ উপাদান সাধারণ সর্দি দ্রুত উপশমে সহায়তা করে।"

মনে রাখতে হবে

সাধারণ ঠাণ্ডা কাশি থেকে দ্রুত সেরে ওঠা নির্ভর করে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় যেমন- পর্যাপ্ত বিশ্রাম, শরীর আর্দ রাখা ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করার ওপর।

ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেকেরই ঠাণ্ডা লেগে থাকে। তাই এই সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনে করা উচিত। খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখার পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রম যেমন- যোগ ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটি ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পরামর্শ দিলেন বাতরা।

অক্ষর যেনপরিধানের অলঙ্কার

টি-শার্ট কিংবা পশ্চিমা পোশাকে লেখা বা অক্ষর দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলার ধারা বহুকাল ধরেই চলছে। তবে দেশি পোশাকে বর্ণমালা বা কবিতার অংশ যখন নকশার মাধ্যম হয় তখন সেটা হয়ে যায় একান্তই বাঙালির অনুভূতি। সেসব পোশাক ভাষার মাসেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশি ফ্যাশন হাউজগুলোতে। তবে অক্ষর দিয়ে নকশা করার বুদ্ধিটা ঠিক করে কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে রয়েছে নানান মতবাদ।

স্মৃতিচারণ মূলক বই 'বাদামের খোসা'য় এক জায়গায় লেখা আছে দেশের একটি দৈনিক পত্রিকার ফ্যাশন-বিষয়ক সাময়িকী'র ফটোশুটের জন্য তারা নিজেরাই শাল ও শাড়িতে বাংলা বর্ণমালা লিখে নকশা করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির বিশেষ সংখ্যার জন্য করা সেই আয়োজন থেকেই হয়ত দেশি পোশাকে বাংলা বর্ণমালা দিয়ে নকশা করা শুরু।

আর সেই বুদ্ধিটাও এসেছিল, সরিষাবাড়িতে ১৯৯৬ সালে 'নকশ কাঁথার মাঠ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান খাঁদি পাঞ্জাবিতে ভরাট সুতায় বর্ণমালার কাজ করেছিল- সেখান থেকে। তবে তার আগে বর্ণমালা পোশাকের নকশায় স্থান পায়নি, তা কিন্তু নয়। পোশাক নকশকর ও গবেষক চন্দ্রশেখর সাহা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তারা ১৯৮২ বা ৮৩ সালের দিকে আড়ংয়ের হয়ে পোশাকে বর্ণমালা ব্যবহার করেছিলেন। শাড়ি, শার্ট ও পাঞ্জাবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল বাংলা অক্ষর। শুধু তাই নয়, চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, নিউমার্কেটের একটি দোকানের জন্য শাড়িতে নকশা ফোটাতে ব্যবহার করেছিলেন বাংলা বর্ণমালা। তথ্যটি জানান, দেশি ফ্যাশন ঘর রঙ বাংলাদেশ'য়ের কর্ণধার সৌমিক দাস। সৌমিক বলেন, "আসলে কত আগে থেকে অক্ষর দিয়ে দেশি পোশাকে নকশার কাজ শুরু হয়েছিল তা ঠিক মনে নেই। তবে বহু আগে কামরুল হাসানের এরকম কাজ আমি দেখেছি।"

রঙ বাংলাদেশের বিভিন্ন পোশাকেও ব্যবহার করা হয় অক্ষর কিংবা পংক্তি। তবে সরাসরি নয়, অক্ষর দিয়ে লোকজ-মোটিফের সংমিশ্রণে করা হয় নানান নকশা।৮০'র দশকেই কিছু কিছু পোশাকে দেখা গিয়েছিল অক্ষর দিয়ে নকশা করা। তবে সেগুলোর সংখ্যা ছিল খুবই কম।

কে ক্র্যাফট'য়ের কর্ণধার খালিদ মাহমুদ খান বলেন, "আশির দশকের দিকে আমি চারুকলার কিছু ছাত্রদের এরকম কাজ করতে দেখেছি। সৌখিন কাজ ছিল সেগুলো। আমার মনে হয় নব্বইয়ের পর থেকেই বিস্তৃতি আকারে নকশার জন্য বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়।"শুধু অক্ষর নয়, বিভিন্ন শ্লোগান, কবিতার লাইনও চলে এসেছে পোশাকে। আর সেসব ফোটাতে প্রথম দিকে হাতেই আঁকা হত। তারপর তো স্ক্রিন প্রিন্ট আসার পর হাতে আঁকার পরিমাণ কমলো। আমরাও এরকম কাজ করেছি। দেশাত্মবোধক গানও নিয়ে আসা হয়েছে পোশাকের নকশায়।" বললেন খালিদ। শুধু বাংলা অক্ষর নয়, অন্য ভাষার অক্ষরও বাঙালি পোশাকের জমিনে উঠে এসেছে। খালিদ আরও বলেন, "২০০৪ সালের দিকে চাইনিজ বর্ণমালা দিয়েও পোশাকে নকশা ফুটিয়েছি আমরা। এছাড়া নিত্য উপহারও বর্ণমালা দিয়ে কাজ করেছে। আর বাংলা আদী বর্ণমালা ব্যবহার করেও আমরা কাজ করেছি। বর্ণমালার বিবর্তন ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল বিভিন্ন মোটিফে। এছাড়া শালে বুননে অর্থাৎ হাতে আঁকা বা স্ক্রিন প্রিন্টে নয়, সুতার বুননে অক্ষর দিয়ে নকশা করেছিলাম আমরা।" ২০০০ সালের দিকে শতাব্দী নামের একটি প্রতিষ্ঠানও শাড়ির আঁচলে বুননে অক্ষর দিয়ে নকশা করেছিল বলে জানান খালিদ। শুধু অক্ষর নয় সুতার কাজে নকশা করে শহীদ মিনার ফুটিয়ে তোলার কাজও হয়েছে। গত বছর বিশ্বরঙ এরকম শাড়ি ও পাঞ্জাবির পসরা সাজিয়েছিল। বিশ্বরঙ'য়ের কর্ণধার বিপ্লব সাহার কথায়, ২০০৫-৬'য়ের দিকে শাড়িতে ব্লকপ্রিন্টের মাধ্যমে অক্ষর দিয়ে নকশা করেছিলাম আমরা। এখন-তো আর সরাসরি অক্ষর ব্যবহার করা হয় না। 'অ', 'ই' বা 'ঈ'র সঙ্গে নানান মোটিফে বিমূর্ত শিল্পের ছটা দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা।"

বিপ্লব আরও বলেন, "সাত-আট বছর আগে 'মা' শব্দটা বিভিন্ন ভাষায় লিখেও নকশা করা হয়েছিল আমাদের পোশাকে। এছাড়া পূজার বিশেষ পোশাকে সংস্কৃত বর্ণমালাও ব্যবহার করা হয় নকশা হিসেবে।"

অক্ষর, শ্লোগান কিংবা কবিতার অংশ যাই ব্যবহার করা হোক পোশাকের নকশায় সেগুলো যে ক্রেতাদের সবসময়ই আকৃষ্ট করে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।বিশেষ দিনগুলোতে বিশেষ পোশাক পরার এই বিষয়-সম্পর্কে বিবিয়ানার কর্ণধার ও নকশাকর লিপি খন্দকার বলেন, "আশির দশকে আমাদের মা-খালাদের কাছে কালো পাড়ের সাদা শাড়ি সংগ্রহে থাকতোই। সেই সময় প্রভাত ফেরিতে সেসব পরেই আমরা গিয়েছি। এই ভাষার মাস এখন তো আর শুধু শোকের মাস নয়, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা' দিবস হিসেবে এটা আমাদের গর্বের আর আনন্দের। ফলে দেখা যায় শুধু শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া নয়, এই ভাষার মাসে নানান সেমিনার হয়, বইমেলা চলে কিংবা কোথাও কোনো অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ঐতিহ্যবাহী কালোপাড়ের সাদা শাড়ির সঙ্গে যদি অন্যান্য নকশা ফুটিয়ে তুলতে অক্ষর কিংবা কবিতা ব্যবহার করা হয় তখন পোশাকে সেটা আলাদা মাত্রা তৈরি করে। আর সব মানুষই চায় নিজেকে একটু অন্যভাবে সাজাতে। সেদিক থেকে পোশাকের নকশায় বর্ণমালার ব্যবহার যেমন দেয় নতুনত্ব তেমনি ক্রেতারাও আকৃষ্ট হয়।" লিপি খন্দকার আড়ংয়ের ডিজাইনার ছিলেন। সেই সময় অক্ষর নিয়ে তিনিও নকশা ফোটাতে কাজ করেছেন। এরপর নিজের প্রতিষ্ঠান বিবিয়ানা গড়ে তোলার পর পঞ্চকবির কবিতা নিয়েও কাজ করেছেন।

শুধু পোশাকে নয় পর্দা, কুশন ও বিছানার চাদরের নকশাতেও ব্যবহার করা হয়েছে আনিসুল হকের 'তুই কি আমার দুঃখ হবি' কবিতার পংক্তি। দেশি কবির পাশাপাশি লিপি খন্দকারের পোশাকে জায়গা করে নিয়েছে শেক্সপিয়ার ও রুমি'র কবিতা।

এবার লিপি খন্দকারের কথার খেই ধরে অতীতে ফিরে যাওয়া যাক কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের হাত ধরে। এই কবি ২০১২ সালে ফ্যাশন হাউজ অঞ্জন'স'য়ের একটি প্রদর্শনীতে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন এভাবে, "বইমেলায় বসে আছি আমি ও কবি শামসুর রহমান। হঠাৎ শামসুর রহমান বলে উঠলেন, 'দেখুন, একটি শাড়ি হেঁটে যাচ্ছে।' আমি দেখলাম দারুণ একটা সাদা শাড়ি। তিনি বলছেন, 'আমি তাকিয়ে দেখি সাদা সেই শাড়ি বাংলা বর্ণমালায় ভরা। আর সেটা পরে হেঁটে চলেছেন শহীদজননী জাহানারা ইমাম। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম, পোশাকেও এমন দেশপ্রেম হতে পারে!" কবির এই কথায় রেশ ধরে বলি, বিশেষ দিনের পোশাকে দেশপ্রেম ফুটিয়ে তুলতে পোশাকে অক্ষর, বর্ণমালা, শ্লোগান আর কবিতার ব্যবহার বহু আগে থেকেই চলে আসছে। আর সেই দেশপ্রেমের সঙ্গে বাঙালির অনুভূতির অদ্ভূত আনন্দের প্রকাশ পায় যখন দেশি পোশাকে জ্বল জ্বল করে মাতৃভাষার অক্ষরগুলো।

চালকুমড়া চাষ পদ্ধতি

গ্রাম বাংলায় ঘরের চালে এ সবজি ফলানো হয় বলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে (মাচায়)-এর ফলন বেশি হয়। কচি কুমড়া (ঝালি) তরকারি হিসেবে এবং পরিপক্ক কুমড়া মোরব্বা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

বারি চালকুমড়া-১ ঃ উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি লতানো প্রকৃতির এবং পাতা সবুজ রংয়ের। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে ৪০-৪৫ দিন এবং ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফোটে। ফল লম্বায় ১৮-২০ সেমি গাছ প্রতি ১০-১২টি ফল ধরে। বারি চালকুমড়া-১ গ্রীষ্ম মরশুমের জাত। এটি উচ্চ তাপ ও অতি বৃষ্টি সহ্য করতে পারে এবং জাতটি বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়। দেশের সব এলাকায় এটি ফাল্গুন থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়। জীবন কাল ১২০-১৪০ দিন। ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

হাইব্রিড চালকুমড়া-হীরা-৪৫১ ঃ এ জাতের চালকুমড়া গাঢ় সবুজ এবং ফলের গড় ওজন ১-১.৫ কেজি। এ জাতের চালকুমড়া সারা বছর বপন করা যায়। ফসল ৫০-৫৫ দিনে সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন, উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত, দূর পরিবহনে সুবিধাজনক। প্রতি একরে ৩০-৩৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

উফশী চালকুমড়া-সবুজ ঃ এ জাতের চালকুমড়া গাঢ় সবুজ এবং ফলের গড় ওজন ২-২.৫ কেজি। এ জাতের চালকুমড়া মাঘ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। ফসল ৬০-৬৫ দিনে সংগ্রহ করা যায়। প্রতিটি চালকুমড়া ১০-১২ ইঞ্চি। এ জাতটি ভাইরাস, ডাউনি মিউডিউ এবং পাউডারিমিলডিউ সহনশীল। প্রতি একরে ২৫-৩০ টন ফলন পাওয়া যায়।

চালকুমড়া ভৈরবী ঃ এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল চালকুমড়ার জাত। চালকুমড়ার রং সবুজ এবং ফলের গড় ওজন ১.৫ কেজি। এ জাতের চালকুমড়া শীত ছাড়া প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। ফসল ৪০-৪৫ দিনে আসা শুরু করে। প্রতিটি চালকুমড়া ২০-২৫ সেমি লম্বা। প্রতি একরে ১০-১৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

চালকুমড়া ওয়ান্ডারফুল ঃ এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল চালকুমড়ার জাত। চালকুমড়ার রং সবুজ এবং ফলের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি। এ জাতের চালকুমড়া চৈত্র থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়। ফসল ৪০-৪৫ দিনে আসা শুরু করে। প্রতিটি চালকুমড়া ২৫-৩০ সেমি লম্বা। প্রতি গাছে ৮-১০টি এবং প্রতি একরে ১৩-১৮ টন ফলন পাওয়া যায়।

হাইব্রিড চালকুমড়া সুমাইয়া ঃ এ জাতটি উচ্চ ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন, হাইব্রিড, পাকা চালকুমড়া সংরক্ষণ উপযোগী এবং দূর পরিবহনে সুবিধাজনক। চালকুমড়া লম্বাটে গোলাকার এবং সবুজ রং এর। ৪ ও ৪ দূরত্বে বীজ রোপন করতে হয়। রোপনের ৫০ দিন পর কচি জালি সংগ্রহ করা যায়। প্রতি একরে ১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

জুপিটার এফ১ ঃ এটি হাইব্রিড জাতের চালকুমড়া। এর রং গাঢ় সবুজ। চালকুমড়া লম্বায় ১৮-২০ সেমি এবং ফলের ওজন ১.৫ কেজি। ফেব্রুয়ারি-আগস্ট মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়। ফসল সংগ্রহের সময় মাত্র ৫০-৫৫ দিন। বীজের হার প্রতি শতাংশে ১.৫ গ্রাম। একর প্রতি ফলন ১৮-২০ টন।

পোলস্টার এফ১ ঃ এটি হাইব্রিড জাতের চালকুমড়া। এর রং হালকা সবুজ। চালকুমড়া লম্বায় ২০-২৫ সেমি এবং ফলের ওজন ১.৫ কেজি। ফেব্রুয়ারি-আগস্ট পর্যন্ত চাষ করা যায়। ফসল সংগ্রহের সময় মাত্র ৫০-৫৫ দিন। বীজের হার প্রতি শতাংশে ১.৫-২ গ্রাম। একর প্রতি ফলন ১২-১৪ টন।

দুর্বার ঃ এটি উচ্চ ফলনশীল জাতের চালকুমড়া। এর রং সবুজ। চালকুমড়া লম্বায় ২০-২৫ সেমি এবং ফলের ওজন ১-১.৫ কেজি। শীতকাল ব্যতীত সারা বছর চাষ করা যায়। ফসল সংগ্রহেরসময় মাত্র ৪৫-৫০ দিন। বীজের হার প্রতি শতাংশে ১.৫-২ গ্রাম। একর প্রতি ফলন ১২-১৪ টন। বন্যামুক্ত এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে এর চাষ ভাল হয়।

বপন সময় ঃ সারা বছর কুমড়ার চাষ করা যায়। তবে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজের পরিমাণ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ২০০-৩০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয় ।**জমি/মাদা তৈরি ঃ** ঘরের চালে তুলে দিলে মাদা তৈরি করে নিতে হয়। আর জমিতে চাষ করলে কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে পরে মাদা তৈরি করতে হয়।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

শুক্রবার ভারত বনধ, কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াচ্ছেন ৮ কোটি ব্যবসায়ী

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে এমনিতেই চাপে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার জিএসটি ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পথে নামছে ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি। কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়ায় ট্রেডার্স শুক্রবার গোটা দেশে বনধের ডাক দিয়েছে। এই বনধে সামিল হবে ৮ কোটি ব্যবসায়ী ও ৪০ হাজার ব্যবসায়ী সংগঠন। কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়ায় ট্রেডার্স-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জিএসটি নিয়মে 'কঠোর, স্বেচ্ছাচারিতা এবং গম্ভীর' সংশোধনের জন্য শুক্রবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বেজায় বিপাকে পড়েছে ব্যবসায়ীরা। অবিলম্বে এর একটা স্থায়ী সমাধান করতে হবে। প্রতিবাদস্বরূপ কোনও ব্যবসায়ী জিএসটি পোর্টালে লগইন করবে না বলে জানিয়েছেন কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়ায় ট্রেডার্স-এর জেনারেল সেক্রেটারি। এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন। সংগঠনের এক কোটি কর্মী এই বনধে সামিল হবেন।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধানের সঙ্গে ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধানের সাাৎ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৪।। বাংলাদেশে সফররত ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল রাকেশ কুমার সিং ভদৌরিয়া বুধবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিমান বাহিনী সদর দফতরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাতের সঙ্গে সৌজন্য সাাৎ করেছেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) জানায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাতের সঙ্গে সাাতের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। বাংলাদেশ সফরের জন্য এয়ার চিফ মার্শাল রাকেশ কুমার সিং ভদৌরিয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান।

এছাড়া তারা বাংলাদেশ ও ভারতের বিমান বাহিনীর মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করার লয পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান বিমান বাহিনী সদর দফতরে এসে পৌঁছালে বিমান বাহিনীর একটি চৌকস কন্টিনজেন্ট তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। তিনি গার্ড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান ২ সদস্যের প্রতিনিধি দলসহ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ৫ দিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসেন।

শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান বটদ্রবায় সাংস্কৃতিক প্রকল্পের নির্মাণকাজের শুভারম্ভ অমিত শাহের, অংশগ্রহণ তিনটি কার্যক্রমে

বটদ্রবা (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার পুরনিগুদামে এশিয়ার সর্ববৃহৎ ১২৬ ফুট উঁচু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির দর্শন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থ সহ বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, এলাকার বিধায়ক অঙ্গুরলতা ডেকা সহ আরও কয়েকজন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে পুজো দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রায় দেড় লক্ষাধিক ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে নরসিংহ সমন্বয় ক্ষেত্রে ১০৮টি যজ্ঞকুণ্ডে উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে সম্মিলিতভাবে আহুতি দিচ্ছেন দক্ষিণ ভারতের ২০০ জন পুরোহিত। যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রায় আধঘণ্টা অবস্থান করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ আসেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান বটদ্রবায়। বটদ্রবায় ১৬০ বিঘা ভূমিতে ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত সাংস্কৃতিক প্রকল্পের নির্মাণকাজের শুভারম্ভ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ বরদোয়া থান পরিচালন সমিতির পদাধিকারীদের সঙ্গে কিছু সময় মতবিনিময় করে প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। গুরুদেব শ্রীমন্ত শংকরদেবের স্মৃতিবিজড়িত বটদ্রবা থানকে বিশ্বের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক গবেষণাৰ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে রাজ্যের সর্বানন্দ সরকার ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জবরদখলমুক্ত অঞ্চল আকাশীগঙ্গা তীরে ১৬০ বিঘা ভূমিতে নির্মিত হবে সাংস্কৃতিক প্রকল্পটি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরে বিশাল শিবলিঙ্গে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন দক্ষিণ ভারতের পুরোহিতরা।

প্রসঙ্গত, বুধবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তাঁকে বরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অসমে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস প্রমুখ। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জালুকবাড়িতে পূর্ত দফতরের গেস্টহাউসে। বিমানবন্দর থেকে গেস্টহাউস পর্যন্ত আলোক সজ্জায় সুজ্জিত গোটা রাস্তায় অমিত শাহকে বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছেন অসংখ্য জনতা। আজ তিনি তিনটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।

এদিকে অমিত শাহের আগমনের প্রাক-মুহূর্তে গতরাতে স্থানীয় বিধায়ক আঙুরলতা ডেকার সঙ্গে বটদ্রবা থানের ভক্তবৈষ্ণব, সত্রবাসী জনতা সহস্রাধিক প্রদীপ প্রজ্বলন করে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেন। এখান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাবেন রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং। সেখানে ডেনগাঁওয়ের নুরায় উগ্রপন্থী নেতা সংবিজিত নেতৃত্বাধীন পিডিসিকে সহ পাঁচটি অস্ত্রসংবরণকারী জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য-কেন্দ্রীয় সরকার স্বাক্ষর করবেন শান্তি চুক্তি। এর পর একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন অমিত শাহ। আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত একমাসে এ নিয়ে তিনবার অসম সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যে গত এক মাসে দু-দুটি বিশাল জনসভায় নির্বাচনি সভায় অংশগ্রহণ করে বিজেপির পালে হাওয়া তুলে গেছেন তিনি। কারবি আংলঙের কার্যসূচি সম্পন্ন করে আজই সন্ধ্যার দিকে তাঁর ফের দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা।

গুয়াহাটির লাখটকিয়ায় ড্রাগস সহ হাতেনাতে গ্রেফতার মহিলা

গুয়াহাটি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটির লাখটকিয়ায় উদ্ধার হয়েছে নেশাদ্রব্য। সেই সঙ্গে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলা ড্রাগস কারবারিকে। গ্রেফতার মহিলা নেশাদ্রব্য কারবারিকে জায়েদা খাতুন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে পানবাজার থানার পুলিশ গুয়াহাটির অন্যতম ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা লাখটকিয়ায় ২ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন স্থানে হানা দেয়। অভিযানে ড্রাগস সহ হাতেনাতে এই মহিলা ড্রাগস কারবারিকে আটক করে অভিযানকারী পুলিশের দল। আটক মহিলা জায়েদা খাতুনের হেফাজত থেকে ১১টি কনটেইনারে সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জায়েদাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫' (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরও তথ্য জানতে জায়েদা খাতুনকে পুলিশ জিজ্ঞসাবাদ করছে বলে থানা সূত্রের খবর।

সোনার বাংলার উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুস্থভাবে জীবনযাপন : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,২৫ ফেব্রুয়ারি (হি স): দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষ বলেন " সোনার বাংলার উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুস্থভাবে জীবনযাপন"।

এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, " সোনার বাংলার উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন মানুষ সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে। নারীদের সুরক্ষা থাকে। চাষীরা তাদের উৎপাদনের জন্য যোগ্য পারিশ্রমিক পায়, শ্রমিকদের কাজ করার জন্য গুজরাট বা হরিয়ানায় যেন যেতে না হয়, এই বাংলায় কাজ পায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক আখরা যেন না হয়। শিশুরা যেন সঠিক ভাবে শিক্ষা পায়। নারীদের সম্মান বজায় থাকে। এই সবগুলো বজায় রেখেই সোনার বাংলা গড়ে তোলা হবে"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

করোনা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৪।। কোভিড মহামারি মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন ওই সংস্থার প্রধান ড় টেড্রস আধানম গেব্রিয়াসুস।

মঙ্গলবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) জেনেভাস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। কোভিড নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত বলেও মন্তব্য করেন ড় টেড্রস আধানম গেব্রিয়াসুস।

বুধবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মহাপরিচালক ড় টেড্রস বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কাঠামোর সম্প্রসারণ ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এেত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেন।

রাষ্ট্রদূত মোস্তাফিজুর রহমান কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত পদপে সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের সমন্বিত পদপেগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেন। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতের অন্যান্য সাফল্য এবং সরকারের সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্জনের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে তিনি কমিউনিটি কিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি ডব্লিউএইচও মহাপরিচালককে অবহিত করেন। কোভিড প্রতিরোধের লয বিভিন্ন পদেপের জন্য ড় টেড্রস আধানম গেব্রিয়াসুসকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত। এছাড়া কোভ্যাক্স সুবিধার আওতায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে করোনাভাইরাসের টিকা দ্রুত সরবরাহে দৃশ্যমান ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানান।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত বাংলা সুরাহা পাবে : নাড্ডা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "মমতা কখনও নিজেকে বাংলার মা বলেন, কখনও বাংলার মা বলেন। কিন্তু বাংলার মা, মেয়েদের কী অবস্থা। সবথেকে বেশি নারীপাচার হয় বাংলায়। সবথেকে বেশি গার্হ্যস্থ হিংসার শিকার বাংলার মহিলারা। আপনি বাংলার মেয়েদের জন্য কী চিন্তা করছেন?"

বৃহস্পতিবার বারাকপুরের সমাবেশে এই মন্তব্য করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, "মমতা টিকাকরণের জন্য ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। মোদীদজি তা করেছেন। বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার কথা। তার ব্যবস্থা আমরা করব। এর জন্য বাংলার মানুষ টিকা দেবেন।কাটমানির বিরুদ্ধে টিকা লাগবে। তোলাবাজির জন্য টিকা লাগবে।"

জেপি নাড্ডা বলেন, "মোদীজি ভারতের সঙ্গে বাংলার ভাগ্য বদলানোর চেষ্টা করেছেন। ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছেন শিলিগুড়ি করিডরের রাস্তা তৈরির জন্য। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য টাকা দিয়েছেন। খড়্গপুর থেকে রাস্তা তৈরির টাকা দিয়েছেন।" ৩ দিনের ব্যবধানে রাজ্যে জনসভা করছেন বিজেপির শীর্ষস্তরের দুই নেতা। সোমবার গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের বাসিন্দারা শুনেছিলেন নরেন্দ্র মোদীর কথা। বৃহস্পতিবার গঙ্গার পূর্ব পাড়ে জেপি নড্ডা কী বলেন সে দিকেই তাকিয়ে ছিলেন সকলে।

বুধবার রাতেই কলকাতা আসেন তিনি। বৃহস্পতির সকালে ছিলেন হেস্টিংসে রাজ্য বিজেপি-র প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে। তার পর গিয়েছিলেন নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ও সংগ্রহশালায়। সেখানে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি সেরে ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী এলাকার একটি কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু করেন জনসভা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিবিআই, ইডি যাকে খুশি পাঠান, মেরুদণ্ড বিক্রি করব না : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জেনে রাখুন আমার গলা কেটে দিলেও একটা কথাই বেরোবে 'জয় বাংলা'। বৃহস্পতিবার বনগাঁর ঠাকুরনগরে এই মন্তব্য করেন যুব তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "আমার পিছনে সিবিআই লেলিয়ে দিয়েছে। আমি বলছি সিবিআই, ইডি, আয়কর আরও যারা যারা আছে, আমার পিছনে লাগান। কিন্তু মাথা নত করব না।" তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলা এবং শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের পর এই প্রথম তিনি প্রকাশ্য জনসভা করলেন।

অভিষেক ঠাকুরনগরে জনসভায় বলেন, যত দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় জীবিত আছেন, আপনাদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। বলছে নাগরিকত্ব দেবে। তুমি কে নাগরিকত্ব দেওয়ার?

অভিষেক বলেন, "কয়েক দিন আগে এখানে এসে বিজেপির অমিত শাহ আপনাদের কী বলেছিলেন? বলেছেন, করোনার টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হলেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আরে তোমরা কি নাগরিকত্ব দেবে? আপনাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ আছে তো? ভোটার কার্ড আছে তো? আর আপনাদের বলে দিচ্ছে অবৈধ। আপনারা যদি অবৈধ হন, তা হলে নরেন্দ্র মোদী অবৈধ, অমিত শাহ অবৈধ, রাজনাথ সিংহ অবৈধ।"তাঁর করা মামলার জেরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে শমন জারি হয়েছে। আবার উল্টো দিকে কয়লা কাণ্ডে তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলা এবং শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। এমনই রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে ঠাকুরনগরে মতুয়াদের মাঝে জনসভায় বক্তৃতা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল সাংসদরা দিল্লিতে এক কথা বলেন, বঙ্গে ঠিক উল্টো : ওয়াইসি

হায়দরাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তৃণমূল সাংসদদের তীব্র নিন্দা করলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন দলের প্রেসিডেন্ট আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তৃণমূল সংসদের দু"মুখো আখ্যা দিয়ে ওয়াইসি বলেছেন, 'তৃণমূল সাংসদরা দিল্লিতে এক কথা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ঠিক উল্টো কথা বলেন।' বৃহস্পতিবার কলকাতায় জনসভা করার কথা ছিল ওয়াইসির, কিন্তু ওয়াইসির জনসভাকে অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। এদিনই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওয়াইসি বলেছেন, 'আদর্শ আচরণবিধি এখনও লাগু হয়নি, তার আগেই যদি আমাদের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, তাহলে বলুন নির্বাচন কীভাবে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে হবে? নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা জনসভা করতে পারছেন, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএমও জনসভা করতে পারছে, তাহলে আমি নয় কেন?'

তৃণমূল সাংসদদের দু"মুখো আখ্যা দিয়ে ওয়াইসি বলেছেন, 'তৃণমূল সাংসদরা সংসদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবিধান ও মতবিরোধের কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের দু"টো মুখ। তাঁরা দিল্লিতে একরকম কথা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ঠিক উল্টো। আমি যদি পশ্চিমবঙ্গে জনসভা করতে চাই, তাহলে আমাকে কেন অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না? তৃণমূল সাংসদদের বক্তব্য শোনার সময়, যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, উদারপন্থী মানুষজন হাততালি দেন, তাঁদের এবার ভাবতে হবে।'

লাভ জিহাদ আইন আনবে হরিয়ানা সরকার

চণ্ডীগড়, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার লাভ জিহাদ আইন আনতে চলেছে হরিয়ানা সরকার। এবিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিলটি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে। হরিয়ানা সরকার সম্প্রতি লাভ জিহাদ সম্পর্কিত একটি আইন করার নির্দেশিকা জারি করেছিল।

এ জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব টিএল সত্যপ্রকাশ, এডিজিপি আইনশৃঙ্খলা নবদীপ ভার্ক এবং অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল দীপক মনচন্দাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের লাভ জিহাদ আইন অধ্যয়ন করার পরে খসড়া তৈরি করেছে।এই সম্ভাব্য আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল বিজ বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের বলেন যে, উত্তরপ্রদেশ সরকারের লাভ জিহাদ সম্পর্কিত আইনটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। হরিয়ানা সরকার ইউপি এবং অন্যান্য রাজ্যের আইন অধ্যয়ন করার পরে হরিয়ানার জন্য একটি আইনের খসড়া তৈরি করেছে। বিজ বলেন, আগামী পাঁচ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা বাজেট অধিবেশনে বিলটি পেশ করা হবে। বাজেট অধিবেশনে অনুমোদনের পরে হরিয়ানায়ও এই আইন প্রয়োগ করা হবে।

মারা গেলেন ম্যানহোলে নেমে অসুস্থ চার শ্রমিক

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কুঁদঘাটে ম্যানহোলে তলিয়ে বৃহস্পতিবার ৪ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হল। আশঙ্কাজনক আরও ৩ কর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকরা সকলেই মালদহের হরিশচন্দ্রপুরের বাসিন্দা। তাঁরা ঠিকাকর্মী হিসেবে পুরসভায় কাজ করছিলেন। এ দিন যে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা হলেন, জাহাঙ্গীর আলম (২২), সাবির হোসেন, মহম্মদ আলমগীর এবং লিয়াকত আলি (২০)। জাহাঙ্গীর এবং মহম্মদ আলমগীর সম্পর্কে দুই ভাই।

কুঁদঘাটের পূর্ব পুঁটিয়ারি এলাকার একটি পাম্প হাউজের কাছে ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে আচমকাই জলে তলিয়ে যান কলকাতা পুরসভার বেশ কয়েকজন ঠিকাকর্মী। বহুক্ষণ তল্লাশি চালানোর পরে চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে উদ্ধার হন আরও তিন শ্রমিক। এরপর তড়িঘড়ি তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মারা গিয়েছেন চারজন।

মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের দু"জন রয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও তিনজন হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্থ আরও তিন ঠিকা শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা বাঘাজতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং পথচারীরা জানিয়েছেন, এদিন দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ পুরসভার ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে কুঁদঘাট পাম্প হাউসের কাছে ম্যানহোলে পাইপ সংযুক্তিকরণের কাজ করছিলেন পুরসভার কর্মীরা। সেখানেই কাজ করছিলেন ওই সাত ঠিকা শ্রমিক। কাজ করার জন্য তাঁরা ম্যানহোলে নামার পরে আচমকাই তলিয়ে যান। প্রথমে সহকর্মীরা বুঝতে না পারলেও দীর্ঘক্ষণ তাঁরা উপরে উঠে না আসায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা।

ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুতর অসুস্থ চার শ্রমিকের মধ্যে দু"জনকে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এবং দু"জনকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজন বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের সকলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নবান্ন থেকে বাড়ি ফেরার পথেও চমক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি থেকে নবান্নে আসেন চার চাকার গাড়ির বদলে ই-স্কুটি চেপে। সকালে সেই স্কুটি চালিয়ে এনেছিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু বিকালে আরও বড় চমক দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। নিজেই স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফেরার কিছুটা পথ গেলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঘটনা ছিল পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধি ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির জেরে নিঃশব্দ জোরালো প্রতিবাদ। সকালেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিকালেও বাড়ি ফিরবেন এই ই-স্কুটি চেপেই। নবান্নে সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রকে বিঁধেছিলেন জ্বালানি ও পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির জেরে। সেই সময়েই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন বিকালেও তিনি বাড়ি ফিরবেন স্কুটি চেপে। কিন্তু লুকিয়ে রেখেছিলেন আসল চমক। সেই চমকের দেখা মিললো বিকালে। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই স্কুটি চালাতে চালাতে বার হলেন। এটা পরিষ্কার যে তিনি স্কুটি চালাতে জানেন না, পুলিশকর্মিরা তাঁকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু নিজে চালকের আসনে বসে সেই স্কুটি চালিয়ে নবান্ন থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের একাংশ পর্যন্ত আসেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দেশের সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে মোদী সরকার : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আরও তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নরেন্দ্র মোদী সরকারকে 'জন-বিরোধী, যুবসমাজ-বিরোধী এবং কৃষক-বিরোধী সরকার' আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'বিএসএনএল থেকে কয়লা দেশের সমস্ত কিছুই বিক্রি করে দিচ্ছে মোদী সরকার।' পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ইলেকট্রিক বাইকে করে যান নবান্নে যান মুখ্যমন্ত্রীউ এদিন হাজরা মোড় থেকে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ইলেকট্রিক বাইকের পিছনে বসে যাত্রা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর গলায় ঝোলানো ছিল জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ সংক্রান্ত পোস্টার। দুপুর ১২টা নাগাদ নবান্নে পৌঁছে যায় বাইক। সফরের সঙ্গে অন্য বাইকে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা।

গন্তব্যে পৌঁছেই জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'নোট বাতিল করা হয়েছে, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। দেশের সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে মোদী সরকার। বিএসএনএল থেকে কয়লা, দেশের সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। জন-বিরোধী, যুবসমাজ-বিরোধী এবং কৃষক-বিরোধী এই সরকার।' নবান্নের বাইরে দাঁড়িয়েই সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রান্নার গ্যাসের দাম ৮০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আম জনতার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন?" বুধবারই গুজরাটের মোতেরা স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে নরেন্দ্র মোদীর নামে হয়েছে 'নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম'। এই নিয়ে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, "স্টেডিয়ামের নামও পাল্টে দিয়েছে। কোনওদিন হয়তো দেশের নামটাও পাল্টে দেবেন।" এই প্রসঙ্গেই বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন মমতা।

বিলাইহামের চৌধুরী পাড়ায় কিছুদিনের মধ্যে পৌঁছবে পানীয় জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের তুই কর্মা এডিসি ভেলিজের রাজ্যের অন্যতম প্রত্যন্ত এলাকা গুলির মধ্যে বিলাই হাম রিয়াং চৌধুরীপাড়া কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল।একটা সময় যেখানে পায়ে হাঁটা ছাড়া সেখানে পৌঁছা সম্ভবপর ছিল না।বর্তমানে ওই এলাকায় যাতায়াতের জন্য রাস্তার পাশাপাশি পানীয় জলের ব্যবস্থার কাজ চলছে।আগামী কিছুদিনের মধ্যে বিলাই হাম রিয়াং চৌধুরী পাড়া বসবাসকারী উপজাতির গিরিবাসীরা বিশুদ্ধ পানীয় জল খেতে পারবে।উল্লেখ্য বছর তিনেক পূর্বে ওই এলাকার জনজাতি অংশের মানুষেরা গর্ত কিংবা ছড়ার ও পরিশ্রুত পানীয় পান করে যাচ্ছিল।বর্তমানে ওই এলাকার মানুষদের কথা ভেবে জোট সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুঙ্গিয়া কামি ডব্লিউ এস ১৬ লাখ টাকা ব্যায়ে পানীয় জলের উৎস নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে ওয়াটার পাম্প হাউজের।আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে যাবে বিলাই হাম রিয়াং চৌধুরী পাড়ায় বসবাসকারী পরিবারের ঘরে ঘরে।এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে ভিলেজ কমিটির প্রাক্তন সদস্য ঠান্ডা রাম রিয়াং জানান গর্ত কিংবা ছড়ার জল বিগত দিনগুলিতে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করে জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হতে হয়েছিল।বিশেষ করে সুখা মরসুমে ডায়রিয়া ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে করতেন।বর্তমান সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান তিনি।

বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল পিলখানা বিদ্রোহে নিহত সেনা কর্তাদের

ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পিলখানা বিদ্রোহের একযুগ নিহত সেনা কর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার সকালে দেশের সব সেনানিবাসের কেন্দ্রীয় মসজিদে সর্বস্তরের সেনা সদস্যদের উপস্থিতিতে বিশেষ প্রার্থনা আয়োজন করা হবে। এদিন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাদের সামরিক সচিব, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনীদের প্রধান, বিজিবি মহাপরিচালক এবং স্বজনরা বনানীর সামরিক কবরস্থানে ফুল দিয়ে নিহত শহিদ সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিদ্রোহ চলাকালে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে নিহতদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পর এক মিনিট নীরবতা পালন করে শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিহতদের কবরে প্রথমেই রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের পক্ষে তার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহউদ্দিন ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিমানবাহিনীপ্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নিহতদের প্রতি স্যালুট প্রদান করেন। এর পর শহিদ সেনা কর্মকর্তাদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাদের পরিবারের সদস্যরা। এ সময় স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাথারকান্দিতে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ফের ভয়াবহ এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হল পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির অসম ত্রিপুরা সীমান্তের রাধাপ্যারী বাজার সংলগ্ন অসম ত্রিপুরা আট নং জাতিয় সড়কের উপর।এতে গুরতর আহত হয়ে চার ব্যাক্তি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।এদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা রয়েছেন।তাদের একজনের বাড়ি স্থানিয় এলাকায় হলেও অন্য তিন জনের বাড়ি উত্তর জেলার ধর্মনগরে।জানা গেছে আজ সকাল অনুমানিক নয়টা নাগাদ পাথারকান্দি থেকে বাইকে চেপে তিন যাত্রী রাজ্যের উদ্যেশ্যে রওয়ানা হলে রাধাপ্যারী বাজার এলাকায় পথ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়।এমন সময় স্থানীয় এক ব্যাক্তি বাইসাইকেল নিয়ে সড়ক পার করতে গেলে বিপত্তি ঘটে।উক্ত সময়ে বিপরিত দিক থেকে আসা তিন যাত্রী সহ মোটর বাইকটি সাইকেল আরোহীকে বাচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলে ও বাইকের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষ ঘটলে উভয়ে রক্তালুপ্ত হয়ে সড়কের উপর ছিটকে পড়েন।পরে অসমের বাজারিছড়া পুলিশের উপস্থিতিতে স্থানীয়রা এগিয়ে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মাকুন্দা লেপ্রসী কাম জেনারেল হসপিট্যালে ভর্তি করান।কিন্তু তাদের অবস্থা সংকটজনক হওয়াতে উভয়কে তৎপরবর্তিতে শিলচর মেডিকেল কলেজ হসপিট্যালে প্রেরণ করা হয়।বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন।এ মর্মে স্থানীয় থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা জানান যে আহতদের মধ্যে রয়েছেন কুমুদলাল দাস(চল্লিশ)।বাড়ি অসমের রাধাপ্যারী বাজারে।অন্য তিন জনের নাম আসিফ উদ্দিন(চব্বিশ)মরিয়ম নেছা(ষাট)ও রীণা বেগম(তেত্রিশ)।তাদের উভয়ের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার জেলার ধর্মনগরের অফিসটিলা এলাকায়।ঘটনার পর পুলিশ বাইক ও সাইকেলটি নিজ হেফাজতে নিয়ে একটি পথ দূর্ঘটনার মামলা দায়ের করেছে।

বক্সনগর বন বিভাগের উদ্যোগে আগুন নেভানোর উপর সচেতনতা মুলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। আজ দুপুর ১২টা থেকে ২টা পযন্ত বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের সহযোগিতায় সোনামুড়া অগ্নি নিবাপক কর্মী দের সহায়তায় আগুন নেভানোর উপর সচেতনতা মুলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বক্সনগর কেন্দ্রীয় নাসারীর পাশে বন বিভাগের শাল বাগানে অসাবধানতার জন্য আগুন লাগলে কি ভাবে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে সেই বিষয়য়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় উপস্থিত ছিলেন কলমচৌড়া থানার অফিসার ইনচার্জ বিষ্ণু পদ ভৌমিক সোনামুড়া অগ্নি নিবাপক অফিসার ইনচার্জ তপন কুমার দাস বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার ইনচার্জ বুলবুল দাস ফরেস্ট ইনচার্জ অমিয় সূত্রধর কলমচৌড়া থানার সেকেন্ড অফিসার ধ্রুব রনন সহ অন্যনা আধিকারিক গন কর্মশালায় বক্সনগর পঞ্চায়েত এলাকার ৫নং ওয়াডের লোকজন অংশ গ্রহণ করেন কর্মশালায় আগুন নেভানোর উপর বিভিন্ন কৌশল ডেমুস্টাশান দেখানো হয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামিতে কৌশলয়া মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি।।তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এর উদ্যোগে কৌশলয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয় মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রাঙ্গণে।মেলাকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন পর্বের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ব্লকের কনফারেন্স হলে বৃহস্পতিবার।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর অতুল দেববর্মা।এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা সহ ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা।এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ২৯ বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অতুল দেববর্মা।কৌশলয়া মেলা অনুষ্ঠানে মুঙ্গিয়াকামি ব্লক ১২ টি স্ব-সহায় দল অংশগ্রহণ করে।এই দলগুলির নিজেদের তৈরি খাবার ও নানান ধরনের বাঁশ বেতের জিনিস সামগ্রী টল স্টলগুলোতে সাজিয়ে রাখেন বিক্রির জন্য।এই মেলাকে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখেন বক্তারা।এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে উদ্বোধক তথা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার অতুল দেববর্মা বলেন বর্তমান সরকার স্ব সহায়ক দল গুলির মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন।আগামী দলগুলির মাধ্যমে মানুষদের আরো উন্নয়নের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাইশঘরিয়া সেতুর কাজ শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। মানুষের দাবীকে সামনে রেখে বিগত বামফ্রন্ট সরকার তেলিয়ামুড়া দশমিঘাট দিয়ে বাইশঘর যাওয়ার জন্য খোয়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ওই সেতু নির্মাণের কাজটি বন্ধ হয়ে থাকে। ঘটনা ১৩/১৪ বছর পূর্বে। সেতু নির্মাণের কাজটি নিয়ে তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী, এবং দপ্তর সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। এই সেতু নির্মাণ কাজের প্রসঙ্গ টেনে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, ওই সময়ে মানুষ চাইছিলো খোয়াই নদীর উপর এই সেতু নির্মাণের কাজটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য কৃষকদের স্বার্থে। কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেতু নির্মাণের কাজটি নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়নি। কালের বিবর্তনে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরই তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায় রাজ্য পবিত্র বিধানসভায় সেতু নির্মাণের কাজটি নিয়ে বহুবার উত্থাপন করেছিলেন। পরে বিধায়িকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ত দপ্তরের উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে সেতু নির্মাণের কাজটি নিয়ে কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাইশ ঘড়িয়া এলাকার মানুষজনদের সাথে ও কথা বলেন সমস্যা নিরসনের জন্য। এর পরেই অভিশপ্ত সেতু নির্মাণের কাজটি শুরু হয়। যদিও বর্তমানে সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে এবার সেতুর উভয় প্রান্তে মাটি ফেলে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। চলতি বছরের মার্চ/ এপ্রিল মাসের মধ্যে এই সেতুটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে চলাচলের জন্য। কথা প্রসঙ্গে বিধায়িকা কল্যাণী রায় এটা ও বলেন খোয়াই নদীর উপর এই সেতু হয়ে গেলে বাইশ ঘড়িয়া এলাকার কৃষকরা খুব কম সময়ে এবং স্বল্প পড়িবহন ব্যায়ে তাঁদের কৃষিজ ফসল তেলিয়ামুড়া বাজারে নিয়ে আসতে পারবে। এতে কৃষিজ ফসল গুলির বাজার মূল্য সাধারণ মানুষজনের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে থাকবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার কৃষক বন্ধু সরকার। এই সরকার কৃষকদের স্বার্থে কাজ করে চলছে।

বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ৫জন

ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহামারি করোনা ভাইরাসে বাংলাদেশে মৃত্যু হল আরও ৫ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আরও ৫ জনের মৃত্যুর ফলে দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৮ হাজার ৩৮৪ জন। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে করোনায় সর্বশেষ এই তথ্য জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে নতুন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪১০ জন। নতুন ৪১০ জনকে নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৫৪ জন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৫ জনকে নিয়ে এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৮ হাজার ৩৮৪ জন। এই সময়ে চিকিৎসাধীন আরও ৯৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৫৫ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

নিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

৯) জাতীয় উদ্যান/ অভয়ারণের পার্কে প্রবেশ টিকিট জারি করার ডেজিগনেটেড অফিসার হবেন এস ডি এফ ও, কম্পিটেন্ট অফিসার হবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি হবেন সি সি এফ (টি)। তাঁরা এই পরিষেবা দেবেন যথাক্রমে ১ ঘন্টায়, ৭ দিনে এবং ৭ দিনে। ১০) লাইসেন্স পুণর্নবীকরণের ডেজিগনেটেড অফিসার হবেন এস ডি এফ ও কম্পিটেন্ট অফিসার হবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি হবেন সি সি এফ (টি) তাঁরা ৩০ কর্মদিনে এই পরিষেবা দেবেন।

সরকারি গ্যাজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই নিয়ম চালু হবে বলে রাজস্ব দপ্তর থেকে এক বি'প্তিতে জানানো হয়েছে।

রিমান্ডে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ডিএসপি অজয় কুমার দাসের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ভগৎ সিং ছাত্র নিবাস সংলগ্ন এলাকা থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ নিগো মাফিয়া রাজু বর্মনকে আটক করে। এখন দেখার, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ তার ব্যবহারের অস্ত্রটি উদ্ধারের পাশাপাশি মামলার সুষ্ঠু তদন্তে কতটা সাফল্য পায়।

রাজ্য থেকে গাঁজা পাচার অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য থেকে গাঁজা পাচারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ এবং ধর্মনগর থানার পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন গান্ধী গ্রামের গ্রীন টাচ রিটোরসের কাছে একটি পরিত্যক্ত জঙ্গলে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমান শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাড়ি থেকে ১৭ বস্তা গাজা উদ্ধার হয়েছে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান,সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ এবং এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে সাফল্য মিলেছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের পাশাপাশি গাঁজা পাচার রোধে রুখে দাঁড়ানোর মোটর শ্রমিকরা। মটর শ্রমিক দের তৎপরতায় ধর্মনগর আইএসবিটি থেকে গাঁজাসহ দুই রাজ্যের যুবককে আটক করা হয়েছে।পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা গাজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে গাঁজা পাচার অব্যাহত রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগর আই এস বি টিতে গাঁজা সহ ২যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আটক দুই যুবকের নাম রাজ নন্দন রায় ও সুবোধ কুমার। তাদের বাড়ি বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায়।জানা যায় ওই দুই যুবক আগরতলা থেকে ১৮কেজি গাঁজা নিয়ে ধর্মনগর আই এস বি টিতে যায়। ধর্মনগর থেকে গুয়াহাটি গামি বাসে করে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তারা। তাদেরকে দেখে সন্দেহ হয় গাড়িচালকসহ চালক এবং স্থানীয় লোকজনদের। তাদের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ১৮কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। গাঁজা সহ ২ যুবককে আটক করে ধর্মনগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। গাঁজাসহ ২ যুবককে আটক করার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর আইএসবিটিতে ছুটে আসে। গাঁজাসহ আটক দুই যুবকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস মামলা করেছে পুলিশ।

নেশায় আসক্ত হয়ে দোকান থেকে টাকা চুরি করল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। নেশায় আসক্ত হয়ে দোকান থেকে টাকা চুরি করল দ্বাদশ পড়ুয়া এক নাবালক ছাত্র। ঘটনা গোমতী জেলার উদয়পুরের ব্রহ্মা বাড়ি এলাকায়।ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ছাত্র যুব সমাজ।রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও বাস্তবে তা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। উপরন্তু রাজ্য ভাসছে নেশার সাগরে। নেশা পাচারকারীরা নানা কৌশলে তাদের বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ছাত্র যুব সমাজ। ভয়ঙ্কর প্রবনতার দিকে ঝুঁকছে তারা। এ ধরনের একটি ঘটনার নজির স্থাপিত হয়েছে গোমতী জেলার উদয়পুরের ব্রহ্মা বাড়ি এলাকায়।সংবাদ সূত্রে জানা যায় ব্রহ্মবাদী এলাকার একটি ব্যাটারি বিক্রির দোকান মালিকের অনুপস্থিতিতে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দোকানে ঢুকে ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ ৬০০০ টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময়ে দোকানের মালিক এ বিষয়টি দেখে ফেলেন। তাকে আটক করার চেষ্টা করে সে পালিয়ে যায়। এব্যাপারে দোকানের মালিক থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং তার বাড়িতে গিয়ে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়। নাবালক স্কুলছাত্রকে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। সে জানিয়েছে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। দোকান মালিকের অভিযোগ মূলেপুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তবে ছাত্রটি নাবালক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ছাত্র যুব সমাজকে ভয়ঙ্কর নেশার কবল থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত না হলে যুব সমাজ ধ্বংসের মুখে ধাবিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সোনামুড়া তপশিলি মোর্চার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয় জনতা পাটির তপশীলিমোর্চার অগ্রগতি সমাবেশ সোনা মুড়া টাউন হল মাঠে।আজ বিকাল তিন ঘটিকার সময় অনুষ্ঠানে র আয়োজন করা হয়ে ছে।লোকাল শিল্পী দের দারা দেশাত্ববোধক ও বাউল গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে র শুভ সূচনাহয়। তার পরসিপাহীজলার দক্ষিণ অংশের এস সি মর্চোর সভাপতি পিযোষদাস ও রাজ্যের সাধারণ সমপাদকীকা পাপিয়া দও সঙে ছিলেন দক্ষিণ অংশের জেলা সভাপতি দেব ব্রত ভট্টাচার্য্য প্রদীপ প্রজ্যলনের মাধ্যমে অগ্রগতি সমাবেশে র কার্যক্রম শুরু।একে বক্তব্য আরম্ভ বিগত বাম জমানার তপ শীলি সাধারণ মানুষের উপর কি ভাবে ঠকানো হয়ে ছে তার চিএ তুলে ধরে ছেন। গোটা সমাবেশ মাঠ ছিল লোকারন্য। বিকাল তিনটা ত্রিশ মিনিটের সময় সারাভারতের দলিত শ্রেণি র সভাপতি লাল সিং আর্য উননাকে মহিলা মোর্চা র নেতা রা পুষপ বৃষ্টির মাধ্যমে বরন করে ন।লাল সিং জীর বক্তব্যের মধ্যে সি পি আই এম ও কংগ্রেস র কু কিতী জন সমক্ষে তুলে ধরে এবং রাজ্যে সুশাসন চলছে বলে দাবী করেন।

মুড়াসিং পাড়ায় নামকির্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। মুড়াসিং হদা তৈফাং বদল এর উদ্দ্যোগে আজ এক সাংবাদিক সন্মেলনের আয়োজনকরাহয়। গোমতী জেলার চুইথিং ছড়া মুড়াসিং পাড়ার রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে এই সাংবাদিক সন্মেলনের আয়োজন করাহয়। মুড়াসিং হদার আগামীদিনের বিভিন্ন কর্মসূচীকে কেন্দ্রকরে আজকের এই সাংবাদিক সন্মেলনের আয়োজনকরাহয়। সাংবাদিক সন্মেলনের মধ্যদিয়ে হদার দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজনেরা জানান আগামীকাল থেকে চুংথিং ছড়া রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে সমস্ত ধর্মীয় রীতিনিতি মেনে অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও নামকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। ২৭ শে ফেব্রুয়ারী মহাপ্রসাদ বিতরন করাহবে। তারপাশাপাশি আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারী শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুড়াসিং পাড়ায় মুড়াসিং হদা তৈফাং বদলের উদ্দ্যোগে সন্মেলনকে কেন্দ্রকরে ১১ জনের সদস্যনিয়ে এক কমিটি গঠনকরাহবে। পরবর্তী সময় আগামী ৭ ই মার্চ মুড়াসিং পাড়ার কমিউনিটি হলঘরে সন্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

চালাবে কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী। ফরওয়ার্ড করা মেসেজ প্রথম কে পাঠিয়েছে, তা চিহ্নিত করা হবে। ভারতের বাইরে থেকে আসা কোনও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা হবে ভারতে কে সেটা প্রথম ছড়ানো শুরু করেছে। কারও নেটমাধ্যম প্রোফাইলে বেআইনি তথ্য থাকলে, সেই তথ্য প্রকাশের কারণ দেখাতে হবে।

রবি শঙ্কর প্রসাদ জানালেন, “ভারতবর্ষে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমের পথে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। তাদের কাজ প্রশংসনীয়। স্পষ্ট বলে দেওয়া ভাল, সরকার কিন্তু সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। নেটমাধ্যমের সাহায্যে মানুষ প্রশ্ন তুলতে পারেন। সেটার প্রয়োজন রয়েছে। নেটমাধ্যমের অপব্যবহার হলে নেটাগরিকরাই তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেন। কিন্তু যে ভাবে মহিলাদের আপত্তিকর ছবি কেটে ছেটে নেটমাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, তা অন্যায়। একে সভ্যতা বলা চলে না। অর্থনৈতিক প্রতারণা ও ভুয়ো খবরে ভরে যাচ্ছে দেশ।” মন্ত্রীর দাবি, নেটমাধ্যমের সাহায্যে দেশের সীমানার বাইরে থেকেও মানুষ সন্ত্রাসবাদ ও হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে। এমন অভিযোগও তাঁদের কাছে জমা পড়েছে।

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের উপর কী কী নিয়ম প্রয়োগ হবে তা ঘোষণা করলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। প্রথমত, কোনও বিষয়বস্তু পেশ করতে হলে তার সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অভিযোগ এলে তার নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি থাকতে হবে। তৃতীয়ত, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমকে একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। যারা নজরদারি করবে বিষয়বস্তুর উপর। নেতৃত্বে থাকবেন কোনও উচ্চ আদালত ও শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। বিষয়বস্তু নিয়ে অভিযোগ জমা পড়লে তার জন্য আদালতে শুনানি হবে।

যে কেউ কমিটির কাছে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা করতে পারবে। অভিযোগ করা হলে সেই সংস্থাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা যেতে পারে বা তিরস্কার করা যেতে পারে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে সেই কমিটিকে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ হাব গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এজন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়ে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন এণ্ড রিচ-কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্পের বিকাশে সাবমকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল জোন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুসংহত স্থল বন্দর, লজিস্টিক হাব, রেলওয়ে ইয়ার্ড সহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে উঠছে সাবমে। ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতু চালু হলে বাংলাদেশের চ-গ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পসারিত হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যাক্ত করেন। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে খেজর গুড় উৎপাদন বাড়াতে খেজর রস আহরণকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা নেক্টারকে উদ্যোগ নিতে বলেন। পাশাপাশি তিনি উৎপাদিত দ্রব্যের আকর্ষণীয় ব্যাণ্ডিং ও প্যাকেটিং-এর উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাক্ষাৎকালে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন এণ্ড রিচ-এর ডিরেক্টর জেনারেল জানান, কেন্দ্রীয় বি'ান ও প্রযুক্তি দপ্তরের একটি স্বশাসিত সংস্থা হচ্ছে নেক্টার। নেক্টার বিশেষ করে উত্তর-পূর্বা'লের ক'ষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যান, দক্ষতা উন্নয়ন সহ বাঁশজাত শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে। রাজ্যে বাঁশের তৈরি খেলনা, মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। নেক্টারের ডিরেক্টর জেনারেল আরও জানান, ত্রিপুরায় প্রাথমিক পর্যায়ে বাঁশের তৈরি ঘড়ি এবং বাঁশের বোতল তৈরি করা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের সময় রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা সহ নেক্টারের ব্যাম্ব এণ্ড কেইন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট আগরতলার ডা. অভিনব কান্ত উপস্থিত ছিলেন।

ওএনজিসির

● প্রথম পাতার পর

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মধু মগ পাড়ার পার্শবর্তী এলাকায় ওএনজিসির ড্রিলিং সাইডে মাটির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ওএনজিসির অনুসন্ধানকারী দল। এই বিস্ফোরণের ফলে পার্শবর্তী এলাকার ৬টি পরিবারের বসতঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে। ওইসব এলাকার বাসিন্দারা মাটির দেয়াল দিয়ে বসতঘর তৈরি করেছেন। ওএনজিসি অনুসন্ধানকারী দল মাটির নিচে বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে ওইসব মাটির দেওয়াল ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে।ফলে যেকোনো সময় বড় ধরনের অঘটন ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।ওইসব পরিবারের পক্ষে মাটির দেওয়াল ঘর ভেঙ্গে ফেলে পুনরায় নতুন করে ঘর তৈরি করার সামর্থ্য নেই। বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তরফ থেকে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক এবং শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয় লিখিতভাবে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কিংবা ওএনজিসির তরফে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সমস্যার সম্মুখীন। এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ওএনজিসি এর তরফ থেকে কিংবা সরকারি তরফ থেকে করা হোক। অবিলম্বে ওএনজিসি কিংবা প্রশাসনের তরফ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নদীতে

● প্রথম পাতার পর

খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি।বৃহস্পতিবার খোয়াই নদীর জলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে ইটভাটার অন্যান্য শ্রমিকরাও সেখানে ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ।

বিরোধী

● প্রথম পাতার পর

একটিও পালন করেনি।

যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে , প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়ে, তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিরোধী দলের উপর দোষ চাপিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এধরনের হামলা হুজ্জতি করছে বলে জানান। এছাড়া আরো বলেন বিজেপি সরকার আসার পর বাদল চৌধুরীকে হেনস্তা করার জন্য মামলা করার পর , সিবিআই দিয়ে তদন্ত করার পরেও বাদল চৌধুরীর কে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে নি। সিবিআই ক্লিন চার্জশিট দিয়ে দেয়।

টেট

● প্রথম পাতার পর

জানানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তাতে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। পঠন-পাঠন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার টেট উত্তীর্ণ প্রত্যেককে শিক্ষক পদে উত্তীর্ণ প্রত্যেককেই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উত্তীর্ণ প্রত্যেককেই হয়েছে।

রতনলাল

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে। তিনি জানান, এমন রোগীর চিকিৎসায় ১৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ১.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে ঝুমার চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তার জন্য মানবিক আবেদন করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলেছে ঝুমা। তাই, অলৌকিক ঘটনা ঘটে যেতেও পারে বলে আশাবাদী তিনি। তাঁর কথায়, ঝুমার চিকিৎসায় সমস্ত খরচ ত্রিপুরা সরকারই বহন করবে।

াঙ্গন

ইংল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চার টেস্টের সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ভারত

আমদাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বপ্নের জয় টিম ইন্ডিয়ার। দুদিনেই খতম মোতেরা টেস্ট। ইংল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চার টেস্টের সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ভারত। সেই সঙ্গে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরও এক পা এগিয়ে গেল বিরাটবাহিনী।

চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টের পর থেকেই পিচ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারপরও আহমেদাবাদে ইংরেজদের হারাতে সেই স্পিন সহায়ক উইকেটই বেছে নেয় 'টিম ইন্ডিয়া'। তবে এতটা বোধ হয় আশা করে নি কেউ পুরো দু'দিনও গড়াল না মোতেরার পিংক বল টেস্ট। দেড় দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ইংল্যান্ডের যাবতীয় প্রতিরোধ। দিন-রাতের টেস্টে ভারতীয় স্পিনারদের ছোবলে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের পুরো ব্যাটিং লাইন আপের। প্রথম ইনিংসে অক্ষর প্যাটেল এবং অশ্বিনের সৌজন্যে ইংল্যান্ডকে ১১২ রানে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন বিরাটরা। কিন্তু একই হাল হয় ভারতেরও। দ্বিতীয় দিনের শুরতেই রোহিত দুরন্ত অর্ধ-শতরান করলেও ১৪৫ রানে গুটিয়ে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস। এরপর ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আবারও অক্ষর-অশ্বিনের দাপটে ৮১ রানেই গুটিয়ে যায় রুটদের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ভারত ৩৩ রানে এগিয়ে থাকায় দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৪৯ রান কোনও উইকেট না হারিয়ে তুলে নিল ভারতীয় দল। মাত্র ৭.৪ ওভারেই বিনা উইকেটেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করেন 'হিটম্যান'। রোহিত অপরাজিত রইলেন ২৫ রানে এবং শুভমান ১৫। ইংল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চার টেস্টের সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল কোহলি অ্যান্ড কোং। সেই সঙ্গে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরও এক পা এগিয়ে গেল বিরাটবাহিনী। পিঙ্ক বল টেস্টে ভারত বড় ব্যবধানে জিতলেও মোতেরার পিচ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রথম দিন থেকেই বল ঘুরতে থাকা টেস্টের মেয়াদ দু'দিনও পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় দিন শেষ হওয়ার আগেই ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। দ্বিতীয় দিন ১৭টি উইকেট পড়ে। সব ক'টি উইকেট নেন স্পিনাররা।

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ট্রোলড বিরাট

নয়াদিল্লী, ২৫ ফেব্রুয়ারী।। আমেদাবাদেই তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি ভারতের সামনে। বিরাট কোহলির দল চালকের আসনেই রয়েছে। তবু বিরাট কোহলিকে পড়তে হলো ট্রোলিংয়ের মুখে। তবে তা ভারতীয় দলের জন্য। আইপিএলের জন্য। অধিনায়কের পাশাপাশি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দলের ম্যানেজমেন্টকে নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা মিম ঘুরছে। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টি ২০ সিরিজে দুই দল মিলিয়ে এমন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা আবার আইপিএলে আরসিবি দলে রয়েছেন। এবারের নিলাম থেকে কাইল জেমিসনকে ১৫ কোটি টাকা দিয়ে নিয়েছে আরসিবি। নিউজিল্যান্ডের এই বোলারের পাশাপাশি ছন্দে নেই আরসিবি-র অপর দামি ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। প্রথম ম্যাচে ৩ ওভারে ৩২ রান দিয়ে ১ উইকেট পাওয়ার পর আজ দ্বিতীয় ম্যাচে জেমিসন ৪ ওভারে ৫৬ রান দিতেই শুরু ট্রোলিং। প্রথম ম্যাচে তিন বলে ১ রানে আউট হওয়ার পর এই ম্যাচে ৫ বলে ৩ রানের বেশি করতে পারেননি ১৪.২৫ কোটি টাকায় এবার আরসিবিতে যাওয়া ম্যাক্সওয়েল। বরং যে অলরাউন্ডার ড্যানিয়েল স্যামসকে আরসিবি ছেড়ে দিয়েছে তিনি এদিন প্রথমে বল হাতে ৪ ওভারে ৪৬ রান দেন, পেয়েছেন একটি মাত্র উইকেট। শেষের দিকে ব্যাট হাতে ১৫ বলে ৪১ রান করে অজিদের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। তবে শেষরক্ষা করতে পারেননি। আরসিবি আগেই রেখে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা ও কেন রিচার্ডসনকে। এদিন চার ওভারে দুজনেই ৪৩ রান খরচ করেন। কেন তিনটি উইকেট পেলেও জাম্পার ঝুলিতে মাত্র এক উইকেট। টি ২০ আন্তর্জাতিকে আরসিবি-র ক্রিকেটারদের অবস্থা দেখে ছড়িয়ে পড়ছে মিম। এমন পারফরম্যান্স তুলে ধরে বিরাটের ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, আই অ্যাম ইন স্পেন, এস সাইলেন্ট! কেউ আবার আরসিবি অধিনায়কের বিরাটের কান্নার ছবি পোস্ট করে লিখেছেন জেমিসনের বোলিং দেখে বিরাটের অবস্থা! গারদের মধ্যে অপরাধীদের মুখ ঢাকা ছবি পোস্ট করে একজন লিখেছেন, দলের ক্রিকেটারদের অবস্থা দেখে আরসিবি ম্যানেজমেন্ট লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন। প্রতিবারই তারকাখচিত দল গড়েও একবারও আইপিএল জিততে পারেনি। এবার কী হবে তা বলবে সময়। তবে বিরাটদের নিয়ে এমন ট্রোলিং বেশ উপভোগ করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এ যেন স্বপ্ন পূরণের হাতছানি, ২০২১ কোপা আমেরিকায় খেলার সুযোগ পেতে পারে ভারত

নয়াদিল্লী, ২৫ ফেব্রুয়ারী।। বিশ্বের প্রথম সারির আন্তর্জাতিক ফুচবল প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা। মেসি, নেইমার, সুয়ারেজদের দেখার জন্য বরাবরই রাত জাগে বাংলার ফুটবল প্রেমিরা। কিন্তু ভাবুন তো ২০২১ কোপা আমেরিকায় যদি খেলা হয় ভারত বনাম আর্জেন্টিনা বা ভারত বনাম ব্রাজিল। মেসি-নেইমার সঙ্গে ফুটবল যুদ্ধে মাঠে নেমেছেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। শুনে স্বপ্ন বা অবাস্তব মনে হলেও, এবার কিন্তু ঘটতে পারে এমনটাই। ২০২১ কোপা আমেরিকায় খেলার সুযোগ পেতে পারে ভারতীয় ফুটবল দল। স্বপ্ন রূপ পেতে পারে বাস্তবের মাটিতে। এই বছর ১১ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত বসতে চলেছে কোপা আমেরিকার আসর বসতে চলেছে আর্জেন্টিনা ও কলোম্বিয়ায়। আমন্ত্রিত দেশ হিসেবে খেলার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়া ও কাতারের। কিন্তু কাতার ও অস্ট্রেলিয়া না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোপা আমেরিকা। এই দুই দলের বদলে অন্য কোনও দলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র আরিয়েল র্যামিরেজ। সেই জায়গায় এবার ভারতকে আমন্ত্রন জানানো হতে পারে বলে খবর, এআইএফএফ সূত্রে। তবে সেই সময় ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইয়ের মাচ থাকায় সুযোগ এলেও ভারত খেলতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এই বিষয়ে এআইএফএফ সচিব কুশল দাস জানিয়েছেন,"এশিয়ার দুই দল কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে কোপা আমেরিকায় খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দু"টি দলই খেলবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশন চাইছে, ভারত কোপা আমেরিকায় যোগ দিক।" ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিম্যাচ জানিয়েছেন, "অস্ট্রেলিয়ার বদলে আমাদের কোপা আমেরিকায় খেলতে যাওয়ার সুযোগ আছে। আমরা সবাই বিষয়টি নিয়ে উত্তেজিত। তবে শেষপর্যন্ত যেতে পারব কি না জানি না। তবে যেতে পারলে খুব ভাল হত। এবার যদি না-ও হয়, ভবিষ্যতে আশা করি ফের আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।" তবে এমন বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের এলে ভারতীয় দল যেন হাতছাড়া না করে, এমনটাই মনে করছেন ফুটবল দেশের ফুটবল প্রেমিরা।

মোদি স্টেডিয়ামে কীভাবে আদানি-রিল্যায়েন্স এন্ড! আসল রহস্য জানা গেল এবার

নয়াদিল্লী, ২৫ ফেব্রুয়ারী।। দিন রাতের টেস্টের শুরু থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। সর্দার প্যাটেলের নাম সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নামে স্টেডিয়ামের নামকরণের পরেই বিরোধী দলের আক্রমণের মুখে কেন্দ্রীয় শাসক দল। খেলা শুরু হওয়ার পরে আর একপ্রস্থ বিতর্ক। মাঠের দুই বোলিং প্রান্তের নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে রিল্যায়েন্স এবং আদানি এন্ড! নেটিজেনরা তো বটেই বিরোধীরাও এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ শানাচ্ছে একযোগে। বলে হচ্ছে সর্দার প্যাটেলকেই এর মাধ্যমে অপমান করে বসেছে বিজেপি। তবে ঘটনা মোটেই এমন নয়। জানা গিয়েছে শুধুমাত্র স্টেডিয়ামের নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে। বাকি স্পোর্টস কমপ্লেক্স (অলিম্পিক মাপের সুইমিং পুল, স্কোয়াশ এরিনা, ব্যাডমিন্টন এবং টেনিস কোর্ট সহ বাকি অংশ) সর্দার প্যাটেলের নামাঙ্কিত ই থাকছে। কিন্তু ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দুই এন্ডে কীভাবে দুই শিল্পপতির ছোয়া? টাইমস নাও ওয়েবসাইটের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, নবনির্মিত মোতেরা স্টেডিয়ামে আদানি এবং আম্বানি দুই শিল্পপতিই বিশাল পরিমাণ অর্থ দান করেছেন। শুধু ডোনেশনই নয়, মাঠের দুই কর্পোরেট বক্স-ও ২৫ বছরের মালিকানায় কিনেছেন আদানি এবং আম্বানি। এক একটি কর্পোরেট বক্সের দাম ২৫০ কোটি টাকা (প্লাস জিএসটি)। সূত্রের খবর বলা হয়েছে, দানের প্রাথমিক চুক্তিতেই বলা হয়েছিল, তাঁদের নামেই দুই প্রান্তের নামকরণ করতে হবে। গুজরাটে কংগ্রেস জমানা চলার সময়েই আদানির সঙ্গে এই প্রান্তের নামকরণ নিয়ে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চিমনভাই প্যাটেল। অন্যদিকে রিল্যায়েন্স ডোনেশন করে বিজেপি শাসনের সময়। জানা গিয়েছে স্টেডিয়ামের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তের আরো কর্পোরেট বক্স বিক্রি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের মোট কর্পোরেট বক্সের সংখ্যা ৭৬টি। ৬৩ বিঘা জমির উপর ৮৩০ কোটি টাকা খরচ করে এই স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে। মোট দর্শকাসনের সংখ্যা ১ লাখ ৩৩ হাজার। এর আগে বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম ছিল মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড। দর্শক আসন ছিল ৯৩ হাজার। মাঠের এই দৈত্যাকৃতি আকার নিয়ে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো-র তরফে বলা হয়েছে, ৩২টি অলিম্পিক সাইজের ফুটবল মাঠের সমান। ২০১৫ সালে মোতেরা স্টেডিয়াম পুনর্নির্মানের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই স্টেডিয়াম সাক্ষী থেকেছে অনেক ক্রিকেট কীর্তির। ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুনীল গাভাস্কার এই মাঠেই টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক গড়েন। ১৯৯৪ সালে রিচার্ড হেডলিকে পেরিয়ে টেস্টের ততালীন সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়েন কপিল দেব (৪৩২তম)। অস্ট্রেলিয়ার স্থাপত্য সংস্থা পপুলাস মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠ নির্মাণ করেছিল। মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম নির্মাণের পিছনেও তাদের অবদান।

ওড়িশার বিরুদ্ধে বড় জয় মুম্বইয়ের, এটিকে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ কার্যত ফাইনাল

নয়াদিল্লী, ২৫ ফেব্রুয়ারী।। মুম্বই সিটি ৬-১ গোলে ওড়িশাকে হারালেও মোটেই অবাক হচ্ছে না এটিকে মোহনবাগান শিবির। বরং এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করছে সবুজ-মেরুন টিম ম্যানেজমেন্ট। মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের বড় জয়ের অর্থ রবিবার এটিকে মোহনবাগান-মুম্বই সিটি ম্যাচ হয়ে গেল এককথায় গ্রুপ লিগের ফাইনাল খেলা। ওড়িশা-মুম্বই সিটি ম্যাচকে ঘিরে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল রয় কৃষ্ণদের। সমর্থকদেরও এই ম্যাচ নিয়ে কম চিন্তা ছিল না। বুধবার মুম্বই হারলে বা ড্র করলে গ্রুপ লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত হাবাস বাহিনী। তখন রবিবারের ম্যাচ হয়ে যেত নিয়মরক্ষার। কিন্তু ওড়িশাকে একপ্রকার উড়িয়ে দিল মুম্বই। ছ'গোলের মধ্যে বিপিন সিং হ্যাটট্রিক করেন। বাকি তিনটে গোল করেন ওগবেচে (২) ও সাই গোদার্ড। যদিও ওড়িশা শুরুতে গোল করে এগিয়ে যায়। দিয়েগো মউরিসিও পেনাল্টি থেকে গোল করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সেই গোল পরিশোধ করেন ওগবেচে। প্রথমার্ধে ৪-১ গোলে এগিয়ে ছিল মুম্বই সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে দু'টি গোল দিয়ে এই মরসুমে আইএসএলে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন বিপিন। একজন ভারতীয় হ্যাটট্রিক করায় অনেকেই স্তম্ভিত। এই ম্যাচ জিতে ৩৭ পয়েন্টে পৌঁছে গেল মুম্বই সিটি। হাবাস বাহিনীর পয়েন্ট ৪০। তাই মুম্বইকে রবিবার জিততেই হবে। কিন্তু এটিকে মোহনবাগান শিবিরের জিতলে তো কথাই নেই, ড্র করলেও গ্রুপ লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। এটিকে মোহনবাগান শিবির ফল দেখে মোটেই চিন্তিত নয়। সবুজ-মেরুন টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, ওড়িশার কাছে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সবুজ-মেরুন শিবিরের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলছিলেন, "ভাঙা-চোরা দল ওড়িশা। ওড়িশাকে যদি ওরা না হারাতে পারত তাহলে আমাদের সঙ্গে তাদের খেলাই উচিত ছিল না। ছ'গোল হয়তো একটু বেশি হয়ে গেল ঠিকই। তবে এই রেজাল্টই আশা করা যায়। রবিবারের ম্যাচটা একেবারে অন্য একটা ম্যাচ হবে। রবিবার ম্যাচের আগে বড় ব্যবধানে জেতায় মুম্বইয়ের মনোবল বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। এটিকে মোহনবাগান শিবির এই ব্যাপারও মানতে নারাজ। "আরে বাবা, ওরা তো গত ছ'টা ম্যাচ জিততে পারেনি। সপ্তম ম্যাচে এসে জিতল। ভাগ্য ভাল তাদের শেষ দিকে তারা ওড়িশার মতো দলকে পেয়ে গিয়েছে। অথচ আমাদের খেলতে হয়েছে হায়দরাবাদের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে। তাও আমরা দু'বার পিছিয়ে পড়ে ড্র করেছি। তার মানে আসল সময়ে আমরা ভাল পিকআপে গিয়েছি। তাছাড়া এই ম্যাচটা প্রতিশোধের। হারার বদলা নিতেই হবে।

মেসিদের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেয়েও যেতে পারছেন না সুনীলরা

নয়াদিল্লী, ২৫ ফেব্রুয়ারী।। লিয়োনেল মেসির সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে দেখা যেতে পারত সুনীল ছেত্রীদের। কারণ ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার সঙ্গেই এবার কোপা আমেরিকায় খেলার সুযোগ এসেছিল সুনীলদের সামনে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত ভারতের দ্বিতীয় দল খেলতে পারে কোপা আমেরিকায়। লাতিন আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশন ভারতকে কোপা আমেরিকায় খেলার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছে। কিন্তু তখন বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ খেলতে হবে সুনীলদের। চলতি বছরের জুন মাসে শুরু হতে চলেছে কোপা আমেরিকা। এবছর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে। কিছু সমস্যার জন্য অস্ট্রেলিয়া যোগ দিতে না পারায় ভারতের কাছে এই সুযোগ আসে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সচিব কুশল দাস বলেন, "এশিয়ার দুটি দল কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশন। অস্ট্রেলিয়া অংশ নিতেনা পারায় ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওরা আমাদের পেতে খুবই আগ্রহী।"ভারত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না এআইএফএও। তাই দুটি দল তৈরি করার কথাও ভাবছেন ফেডারেশন কর্তারা। কুশল দাস বলেন, "মার্চ বা এপ্রিল মাসে বিশ্বকাপ যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ হলে ভাল হত। কিন্তু কিছু করার নেই। কোপা আমেরিকা খুবই কঠিন প্রতিযোগিতা। সেই কারণে আমরা ভাবছি তরুণ ফুটবলারদের পাঠানোর কথা। এটা ওদের সামনে খুব বড় সুযোগ হবে। তবে এই বছর না হলেও পরে আমাদের সামনে সুযোগ থাকবে কোপা আমেরিকায় সিনিয়র দলকে পাঠানোর।"

অক্ষরের বোলিং ও রোহিতের ব্যাটে ভর করে তৃতীয় টেস্টে দুরন্ত শুরু ভারতের

নয়াদিল্লী, ২৫ ফেব্রুয়ারী।। ইংল্যান্ড (প্রথম ইনিংস): ৪৮.৪ ওভারে ১১২/১০ (ক্রলি ৫৩, অক্ষর ৩৮/৬)

ভারত (প্রথম ইনিংস): ৩৩ ওভারে ৯৮/৩ (রোহিত ৫৭*, কোহলি ২৭, লিচ ২/২৭) বুধবার আহমেদাবাদের মোতেরা সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের। উদ্বোধন হল নতুন করে সংস্কার হওয়া মোতেরা স্টেডিয়ামের। ১ লক্ষ ৩২ হাজার দর্শক সম্বলিত এই স্টেডিয়ামটি বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আর সেই স্টেডিয়ামের নামই রাখা হল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে। আর এহেন ঐতিহাসিক দিনেই দুরন্ত ক্রিকেট উপহার দিল টিম ইন্ডিয়া। প্রথমে স্পিনের মায়াজালে ১১২ রানেই ইংল্যান্ডকে অলআউট করলেন অক্ষর প্যাটেল-অশ্বিনরা। তারপর রোহিত শর্মার দুরন্ত অর্ধ-শতরানে ভর করে ইংল্যান্ডের রানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। দিনের শেষে ভারতের রান ৯৮/৩। ক্রিজে রয়েছেন রোহিত (৫৭) এবং রাহানে (১)। যদিও রাহানের জায়গায় অধিনায়ক বিরাট থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। কারণ ভাল ব্যাটিং করলেও দিনের একেবারে শেষ ওভারে আউট হন কোহলি। এর আগে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতেছিল ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় টেস্টে দুরন্ত কামব্যাক করে সেটি আবার জিতে নিয়েছিলেন বিরাটরা। সিরিজে এগিয়ে যেতে দিন-রাতের টেস্টটি জিততেও তাই মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। এদিন ম্যাচের আগেই কপিলদেবের পর দ্বিতীয় ভারতীয় পেসার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলার নজির গড়া ইশান্ত শর্মাকে বিশেষ স্মারকও দেওয়া হয়। এরপর টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া ইংল্যান্ডকে প্রথম ধাক্কাটি দেন সেই ইশান্তই। শূন্য রানে আউট করেন ডম সিবলিকে। শূন্যরানে ফেরেন বেয়ারস্টোও। তাঁকে আউট করেন অক্ষর প্যাটেল। দ্রুত দু'উইকেট পড়লেও এরপর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক জো রুট এবং ক্রলি।

দু'জনে মিলে তৃতীয় উকেটে ৪৭ রান যোগ করেন। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ১৭ রানের মাথায় অশ্বিনের বলে আউট হন রুট। এরপর অক্ষরের বলে ৫৩ রানে আউট হন ক্রলিও। তারপর পুরোপুরি ধস নামে ইংল্যান্ড শিবিরে। ৮০/৪ থেকে ১১২ রানেই গুটিয়ে যায় তাঁদের ইনিংস। এটাই ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ৬টি উইকেট নেন অক্ষর। অশ্বিন পান ৩টি উইকেট। আর ইশান্তের সংগ্রহ একটি উইকেট।

The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' against press NIT No. 19/EE/PWD(R&B)/AMB/2020-21 Dt. 18/02/2021 for

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Improvement of **Gandacherra-Raishyabari road (L=32.00km)**/SH:- Widening, Strengthening, Retaining wall, Toe wall CDs etc portion from 0.00 km to 28.50 km (Route no. T01)/JOB NO. TP/COM/49/2015-16 **(Balance work)**. **DNIe-T NO : 29/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU/2020-21.**	₹.10,55,05,098.00	₹ 10,55,051.00	24 (Twenty Four) months	Up to15.00 Hrs on 24-03-2021	At 16.00 Hrs on 25-03-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class

ICA-C-3334/21

(Er. Pranay Kumar Das)
Executive Engineer,
Ambassa Division, PWD(R&B),
Ambassa, Dhalai,Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER

04 behalf of the Governor of Tripura, The Tribal Welfare Department, Government of Tripura invites, Sealed Quotation from bonafide registered dealer/ supplier/firm/ cooperative society for **'Supply & installation of Biometric Units for 3 nos. Tripura Govt. ST Boarding houses'** on procurement as per the below mentioned specifications and as per the prescribed format:

Sl no	Name of Item
1	PC with windows original latest version (i3 4GB, 1 TB, 18.5" monitor, Keyboard & Mouse) with at least 3 years warranty
2	UPS 600 VA with at least 3 years warranty
3	Morfo/ Starteh
4	Pendrive 16 GB
6	4 G Wifi Router

The interested Dealer/Supplier/ firm Cooperative Society is invited to drop the quotation in the quotation box kept in the Directorate of Tribal Welfare, P.N Complex, Gurkhabasti, Agartala-799006 from 23th February 2021 to 1st March 2021 (excluding holidays) during the office working hours i.e. **from 10 am to 5:30 pm.**
Application dropped after the specified period will not be entertained in any case. The Biometric unit should have both offline and online mode of functioning.
For details, please visit the website: twd.tripura@gov.in or contact with the office of the bid inviting authority at P.N complex, Agartala, West Tripura.

ICA-C-3313/21

(L.T Darlong).
Director
Directorate of Tribal Welfare
Govt. of Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-38/EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dt: 20/02/2021

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **02/03/2021** for **01(One)** no. construction work. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact **03825-262095/8731074766/9862139398**. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-3338/21

NOTICE INVITING e-TENDER

The Joint Transport Commissioner invites e-tender Vide F.No.VIII-29(A),ITC/2020. Dated: 23-02-2021 by way of quoting /offering of their lowest rate (s) excluding applicable rate of GST for HIRING OF ONE LIGHT MOTOR VEHICLE(MARUTI ECO.CNG) FOR OFFICIAL USE through e-procurement, **https://tripuratenders.gov.in.**
Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

S/d
Joint Transport Commissioner
Agartala, West Tripura

ICA-C-3329/21

No.F.2 (490)-/MED/PROGRAME/2020-21/3522-25
Dated, 24/02/2021

"Short Notice Inviting Quotation"

Short Notice Inviting Quotation in sealed cover is hereby invited by the Medical Superintendent & Head of office, \GMC & GBP Hospital, Government of Tripura, Agartala on behalf of the Governor, Tripura from reputed firms/Agencies for the supply of Medicines for Agartala Govt. Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala-799006, and Tripura". **The last date of submission of quotation is 5th March, 2021 up to 4 P.M.**
The detailed terms & Conditions of the S.N.I.Q can be collected free of cost from the NHM section(ground floor) 0/o the Medical Superintendent & GBP Hospital, Agartala, **on all working days from 11:00 AM to 04:OOPM up to 5th March ,2021.**

(Medical Superintendent & Head of Office,)
AGMC & GBP.Hospital, Agartala. Tripura

ICA-C-3320/21

পলাতক আসামির সন্ধান চাই

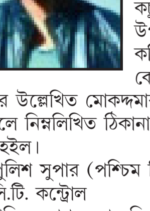

Ref :- West Agartala Women PS Case No.2020WAW069 U/S-366/376(3) IPC and Section 04 of POCSO Act. 2012 dated 04/10/2020.
পাশের ছবিটি একজন পলাতক আসামির ছবি। নাম - সাগর দাস, পিতা - অজ্ঞাত, সাং - কচুছড়া, থানা - কচুছড়া, ধলাই ত্রিপুরা। গত ০৪/১০/২০২০ ইং তারিখে উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করিয়াছে। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।
উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমার পলাতক আসামির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1556/21

সন্ধান চাই

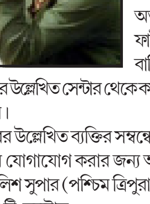

Ref :- Abhoynagar TOP GDE No.31 Dt-10/02/2021
পাশের ছবিটি শ্রী সুকান্ত দেববর্মা, পিতা - শ্রী ইন্দ্র কুমার দেববর্মা, সাং - ধনীরাম পাড়া, এডিসি ভিলেজ, থানা - সোনামুড়া, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা। বয়স - ২১ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, চুল - কালো। পরনে - নীল রঙের ব্লেজার এবং জিন্স পেন্ট। গত ১৫-০৯-২০২০ ইং তারিখ অভয়নগর বাজারের নিকট ডি-এডিক্টশন সেন্টার য়াক-বাই-য়াক ফাউন্ডেশনে (YAK BAI YAK FOUNDATION) ভর্তি করা হয়েছিল। বাড়ির নং-১১৫৪৬৬, ওয়ার্ডনং১১। গত৩০/০১/২০২১ ইং তারিখে উপরের উল্লেখিত সেন্টার থেকে কাউকে না বলে পলায়ন করেছে। আজ পর্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরের উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) এন সি সি থানা - ০৩৮১-২৪১-০০১০

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1558/21

পুদুচেরিতে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

পুদুচেরিকে শ্রেষ্ঠ উন্নীত করতে চায় এনডিএ ঃ প্রধানমন্ত্রী

পুদুচেরি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিকে "বেস্ট" উন্নীত করতে চায় এনডিএ সরকার। বৃহস্পতিবার পুদুচেরিতে গিয়ে সেখানকার জনগণকে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আমার কাছে যদি পুদুচেরির নির্বাচনী ইস্তেহার সম্পর্কে জানতে চান, আমি বলবো-আমি চাই পুদুচেরি সেরা হোক, পুদুচেরিকে শ্রেষ্ঠ উন্নীত করতে চায় এনডিএ। বেস্ট (সেরা) অর্থাৎ- বি মানে ব্যবসায়িক কেন্দ্র (বিজনেস হাব), ই মানে শিক্ষাকেন্দ্র (এডুকেশন হাব), এস মানে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র (স্পিরিচুয়াল হাব) এবং টি মানে ট্যুরিজম হাব।' প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আজ আমি এখানে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি, তা দুর্দান্ত। পুদুচেরিতে হাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে এটাই জানান দিচ্ছে। পুদুচেরির এমন একটি সরকার প্রাপ্য যে সরকারের হাইকমান্ড পুদুচেরির জনগণই হবে, দিল্লিতে বসে থাকা কংগ্রেস নেতাদের ছোট একটি দল নয়। এনডিএ পুদুচেরিকে আশ্বস্ত করছে-পরবর্তী সরকার জনগণের দ্বারা চালিত সরকার হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০১৬ সালে জনগণের সরকার পায়নি পুদুচেরি। দিল্লিতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সেবা করতেই ব্যস্ত, এমন একটি সরকার পেয়েছিল পুদুচেরি, তাঁদের অগ্রাধিকার ছিল আলাদা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের শীর্ষ নেতাদের চপ্পল তোলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।'

পুদুচেরির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কিছু দিন আগে সমগ্র দেশ একটি ভিডিও দেখেছিল, একজন অসহায় মহিলা সাইক্লোন এবং বন্যার সময় পুদুচেরি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর অবহেলা নিয়ে অভিযোগ করছিলেন.... দেশকে সত্যি কথা বলার পরিবর্তে, পুদুচেরির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহিলা শব্দের ভুল অনুবাদ করেছিলেন। তিনি জনগণ এবং নিজ দলের নেতাদেরও মিথ্যে বলেছেন। এমন একটি দল যাঁদের সংস্কৃতি মিথের উপর নির্ভরশীল তাঁরা কীভাবে জনগণের সেবা করবেন?' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সমগ্র দেশ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সংসদে তাঁদের আসন সংখ্যা এখনও পর্যন্ত সবথেকে কম। সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি কংগ্রেসের সংস্কৃতি, পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি এখন শেষ হচ্ছে। পুদুচেরিকে শ্রেষ্ঠ (বেস্ট) হিসেবে উন্নীত করতে চায় এনডিএ।'

স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক দু'দিনব্যাপী সব্জি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা আজ থেকে শুরু হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বামুটিয়ার বেরীমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সব্জি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ দু'দিনব্যাপী আয়োজিত সব্জি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার সফলতা কামনা করে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এক জায়গায় জড়ো করে দিলেও কেউ সেই সম্পদ দিয়ে কিছুই করতে পারবে না, যদি না সে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয়। আর স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তাই স্বামীজীর নীতি আদর্শকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দেশের ক'ষির বিকাশ ও কৃষকদের কল্যাণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

সব্জি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, সরকারের প্রধান লক্ষ্য কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। তাই সরকার ক্ষমতায় এসে এই তিন বছরে কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আধুনিক চাষাবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি প্রকৃত কৃষকরা যাতে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধাগুলি পায় সেদিকে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গত তিন বছরে রাজ্যে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কৃষককে ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। ২১ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক উত্তম সাহা। অনুষ্ঠানে মোহনপুর এলাকার ১৫ জন কৃষককে সয়েল হেলথ কার্ড, ১০ জন কৃষককে ধান মাড়াইয়ের মেশিন দেওয়া হয়। ২ জন কৃষককে ভর্তুকিতে পাওয়ারটিলারও দেওয়া হয়েছে। অতিথিগণ এই সমস্ত কৃষিযন্ত্র কৃষকদের হাতে তুলে দেন। এছাড়া সব্জি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় মোহনপুর মহকুমার ৭১১ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেছেন।

আজম খানের গণতান্ত্রিক যোদ্ধা পেনশন বন্ধ করে দিল যোগী আদিত্যনাথ সরকার

লখনউ, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত আজম খানের গণতান্ত্রিক যোদ্ধা পেনশন বন্ধ করে দিল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। আজম খানের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা গুলোকে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এমার্জেন্সির সময় আজম খান আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর ওনাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। ২০০৫ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব ১৯৭৫ সালে এমার্জেন্সির সময় জেলে যাওয়া নেতাদের জন্য গণতন্ত্রের যোদ্ধা পেনশন স্কিম শুরু করেন। মুলায়ম সিং দ্বারা এই প্রকল্প শুরু হওয়ার সময় থেকেই আজম খান প্রথমে ৫০০ টাকা প্রতি মাস পেনশন পেতেন। সেটি এখন বেড়ে ২০ হাজার টাকা প্রতি মাস হয়ে গিয়েছিল। জেলা শাসক অঞ্জনেয় কুমার সিং বলেন, আমি যতদূর জানি সেটা হল, আজম খানের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধিক মামলা দায়ের থাকার কারণে এই পেনশন রদ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে এই বিষয়ে প্রশাসনের থেকে তথ্য চাওয়া হয়েছিল। রামপুরের গণতন্ত্র যোদ্ধাদের তালিকায় এখন ৩৫ জনের নাম রয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজম খানের বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে। আজম খানের বিরুদ্ধে জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে জবরদখল করা নিয়ে ২৬ টি মামলা দায়ের আছে। এখন আজম খানের বিরুদ্ধে মোট ৮৫ টি মামলা দায়ের আছে আর তিনি বিগত এক বছর ধরে জেলে বন্দি।

রাজ্যে ২০২১ সালে এখন পর্যন্ত ৫৬,২৭৪টি পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে ২০২১ সালে এখন পর্যন্ত ৫৬,২৭৪টি পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৮ সালে ৬,১৫,৩০৮টি, ২০১৯ সালে ৫,৪৬,৬১০টি এবং ২০২০ সালে ৩,২৬,৬৫০টি পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলা জেকশন গেইটস্থিত পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা রিজিওন্যাল পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রের পাসপোর্ট আধিকারিক বিভূতি ভূষণ কুমার একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, বর্তমানে নানা ধরণের ফেইক ওয়েবসাইটের কারণে সাধারণ অংশের জনগণকে পাসপোর্ট পেতে অনেক বেশি টাকা ব্যয় করতে হয়। তিনি জানান, **www.passportindia.gov.in** এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাসপোর্ট করতে ফি জমা করতে হয় ১,৫০০ টাকা। তাছাড়া পাসপোর্টের জন্য অন্য সমস্ত ওয়েবসাইটগুলি ফেইক। তিনি জানান, পুলিশ ভেরিফিকেশন অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে সহসাই ত্রিপুরাতে পাসপোর্ট পরিষেবা সরলীকরণ করা হবে।

করোনার নতুন ধরন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ কার্যকর জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকা, দাবি মার্কিন প্রশাসনের

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনার নতুন ধরন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ কার্যকরজনসন অ্যান্ড জনসনের এক ডোজের টিকা। বুধবার মার্কিন খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসনের নথিতে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এমন একসময় এই খবর এসেছে, যখন এই টিকার অনুমোদন দিতে শুক্রবার একটি স্বতন্ত্র প্যানেলের সভা ডাকা হয়েছে। এ নিয়ে তৃতীয় আরেকটি টিকার অনুমোদন পেতে যাচ্ছে করোনায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশটিতে। এমনটাই জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।পরীক্ষায় জনসন অ্যান্ড জনসনের টিকা আমেরিকায় ৮৫.৯ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮১ .৭ শতাংশ ও ব্রাজিলে ৮৭.৬ শতাংশ কার্যকারিতা দেখা গেছে। এসব অঞ্চলে ৩৯ হাজার ৩২১ জন এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। তাতে দেখা গেছে, তীব্র কোভিড-১৯ রোগ প্রতিরোধে ৮৫ দশমিক ৪ শতাংশ কার্যকর এই টিকা। কিন্তু রোগের মাঝারি ধরনের বিপরীতে কার্যকারিতা নেমে ৬৬. ১ শতাংশ হয়েছে। হোয়াইট হাউসের করোনাভাইরাস রেসপন্স সমন্বয়ক জেফ জিয়েন্টস সাংবাদিকদের বলেন, যদি এই টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়, তবে পরবর্তী সপ্তাহে ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ ডোজ দিতে চাইবে কেন্দ্রীয় সরকার।

সারা বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ২৫ লক্ষের বেশি

নিউইয়র্ক, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সারা বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ২৫ লক্ষের বেশি।আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়ার্লওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার ৯২২ জন।

করোনায় বিপর্যস্ত বিশ্ব। এক বছরের বেশি সময়েও কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না এই মহামারি। এরইমধ্যে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে এই ভাইরাসের নতুন ধরন দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর মিছিলও থামছে না। এরইমধ্যে এই মহামারিতে মৃত্যু ২৫ লক্ষের মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়ার্লওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত বিশ্বে কোভিড-১৯ সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১১ কোটি ৩১ লক্ষ ৭৬৯ জন। অন্যদিকে মৃত্যু ২৫ লক্ষ ৮ হাজার ৯২২ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩১ জন। বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৯৩ জন। দেশটিতে করোনায় মারা গেছেন ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৭২ জন। ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। ওয়ার্লওমিটারের তথ্য অনুযায়ী ভারতে করোনায় সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখ ৪৬ হাজার ৪৩২ জন। করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৪২ জন।

ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে গুলি চালানো বন্ধের সিদ্ধান্ত দুই দেশের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চিন সীমান্তের পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ভারত পাকিস্তানের সীমান্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। বৃহস্পতিবার হটলাইনে বক্তব্য রাখেন ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের মহাপরিচালক (ডিজিএমও)। উভয়পক্ষ নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র, স্পষ্ট ও মাতামাতিপূর্ণ পরিবেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছিল এবং ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত বা ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে গুলি চালানো বন্ধ করার বিষয়েও একমত হয়

বৃহস্পতিবার ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখ থেকে নিয়ন্ত্রণরেখায় পাকিস্তানের সঙ্গে নয়া সংঘর্ষবিরতি চুক্তি বলবৎ হয়েছে। দুই দেশের সেনা আধিকারিদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এই পদক্ষেপে রাজি হয়েছে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ। দুই দেশের 'ডিরেক্টর জেনারেলস অফ মিলিটারি অপারেশনস' বা ডিজিএমও এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে পারস্পরিক সমস্যা মিটিয়ে নিতে পদক্ষেপ করতে রাজি হয়েছেন দুই দেশের সেনা আধিকারিকরা। নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষবিরতি চুক্তি যাতে সঠিকভাবে মেনে চলা হয়, সেই বিষয়ে নজর রাখতে রাজি হয়েছে দুই দেশ। ২৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যরা ত থেকে বা ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই এই চুক্তি কার্যকর হবে। কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য হলে হটলাইনের মাধ্যমে তা আলোচনা করা হবে। এছাড়া, দুই সেনার মধ্যে নিয়মিত বর্ডার ফ্ল্যাগ মিটিংও করা হবে।"

উল্লেখ্য, গত বছর থেকেই কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর লাগাতার গোলাবর্ষণ করে চলেছে পাকিস্তান। পালটা দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীও। এতে দু'দিকেই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গোলন্দাজ বাহিনীর হামলায় দু'দিকেই মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষের।

ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন্স অ্যাক্টে পরিষেবা প্রদানে ডেজিগনেটেড অফিসার নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন্স অ্যাক্ট, ২০২০-এর ৪নং ধারা অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানের জন্য ডেজিগনেটেড অফিসার, সময়, কম্পিটেন্ট অফিসার, এপীলেট অথরিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। কোন আধিকারিক কোন সময়ে কি পরিষেবা দেবেন তা নিম্নরূপ-১) বনজ দ্রব্যাদি পরিবহণের জন্য লাইসেন্স প্রদানের জন্য ডেজিগনেটেড অফিসার হবেন এস ডি এফ ও, কম্পিটেন্ট অফিসার থাকবেন ডি এল ও এবং এপীলেট অথরিটি থাকবেন সি সি এফ (টি)। এই আধিকারিকরা পরিষেবা প্রদানের দায়িত্বে থাকবেন ৩০ কর্মদিন।

২) ব্যক্তিগত জমিতে গাছ কাটার পারমিট প্রদানের জন্য ডেজিগনেটেড অফিসার থাকবেন এস ডি এফ ও, কম্পিটেন্ট অফিসার হিসেবে থাকবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি থাকবেন সি সি এফ (টি)। তাঁরা পরিষেবা দিবেন ৩০ কর্মদিনে। ৩) নন ফরেস্ট ল্যাণ্ড সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে ডেজিগনেটেড অফিসার থাকবেন এস ডি এফ ও / ডব্লিউ এল ডব্লিউ, কম্পিটেন্ট অফিসার থাকবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি থাকবেন সি সি এফ (টি)। ৩০ কর্মদিনে তাঁরা পরিষেবা দেবেন। ৪) লেটার অব ডিস্টেন্স ফ্রম ল্যাণ্ড জারি করার ডেজিগনেটেড অফিসার এবেন এস ডি এফ ও / ডব্লিউ এল ডব্লিউ। ৩০ কর্মদিনে তাঁরা পরিষেবা দেবেন। ৫) জয়েন্ট ভেরিফিকেশন রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে ট্রী রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ডেজিগনেটেড অফিসার হবেন এস ডি এফ ও , কম্পিটেন্ট অফিসার হিসেবে থাকবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি হবেন সি সি এফ (টি)। তাঁরা ৯০ কর্মদিনে এই পরিষেবা দেবেন। ৬) কাঠ পরিবহণের ট্রানজিট পাস জারি করার জন্য ডেজিগনেটেড অফিসার হবেন এস ডি এফ ও, কম্পিটেন্ট অফিসার হিসেবে থাকবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি হবেন সি সি এফ (টি)। তাঁরা ৩০ কর্মদিনে এই পরিষেবা দেবেন।

৭) কাঠ ব্যতীত অন্যান্য বনজ দ্রব্য পরিবহণে ট্রানজিট পাস প্রদানের ক্ষেত্রে ডেজিগনেটেড অফিসার থাকবেন এস ডি এফ ও, কম্পিটেন্ট অফিসার থাকবেন ডি এফ ও এবং এপিলেট অথরিটি হবেন সি সি এফ (টি)। ৩০ কর্মদিনে তাঁরা এই পরিষেবা দেবেন। ৮) কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য অন্ত:রাজ্য পরিবহণের (রপ্তানি লাইসেন্স) লাইসেন্স দেওয়ার জন্য ডেজিগনেটেড অফিসার হবেন এস ডি এফ ও, কম্পিটেন্ট অফিসার হবেন ডি এফ ও এবং এপীলেট অথরিটি হবেন সি সি এফ (টি)। তাঁরা ৬০ কর্মদিনে পরিষেবা দেবেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাপুরুষ শংকরদেব, মাধবদেবকে ছেড়ে অসমিয়া জাতি নিজের পরিচয় বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে না : সনোয়াল

বটদ্রবা (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুরুজনা মহাপুরুষ শংকরদেব শ্রীশ্রী মাধবদেবকে বাদ দিয়ে অসমিয়া জাতি কখনও নিজের পরিচয় বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে না। মহাপুরুষ শংকরদেব প্রচলিত কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্যের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে বৃহত্তর অসমিয়া জাতি আরও এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ বৃহস্পতিবার শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান বটদ্রবায় ১৬০ বিঘা ভূমিতে ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের নির্মাণকাজের শুভারম্ভ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রায় দেড় লক্ষাধিক ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবদের বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শংকরদেবের বিষয়ে এখনও আমাদের বহু জানার বাকি। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ গুরুদেবের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে পদক্ষেপ নিয়ে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মহাপুরুষ শংকরদেবের সারাজীবনের সাধনা, শৌশব থেকে থেকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সমাজকে কর্মপ্রেরণা ও শৃংখলাবদ্ধ সমাজ গঠন করার শক্তিশালী উপাদান প্রদান করে গেছেন। তাঁর প্রচলিত নামঘর জাতীয় সংহতির মূল আধার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মহাপুরুষ শংকরদেব আমাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজ গঠনে আদর্শ প্রদান করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১৬ সাল থেকে মহাপুরুষ শংকরদেবের আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক, জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের যুবসমাজ তথা ছাত্রছাত্রীদের শংকরদেবের আদর্শ সম্পর্কে অবগত করার জন্য আহ্বান জানান। শংকরদেবের আদর্শে নবপ্রজন্ম পরিচালিত হলে অসম আরও শক্তিশালী হবে হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বের ৭০০ কোটি জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাবনা মজবুত করতে হলে মহাপুরুষ শংকরদেবের আদর্শের বলে আমাদের চলতে হবে।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অর্থ সহ বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, অসমে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, সাংসদ কুইন ওঝা, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁই, বিধায়ক রূপক শর্মা, আঙ্গুরলতা ডেকা সহ বহু সরকারি উচ্চপদস্থ ও পদস্থ এবং অসংখ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৩৯ তম আগরতলা বইমেলা - ২০২১
ফিল থাম চি চুকু আগরতলা বিজাপ বানিক - ২০২১
২৬ ফেব্রুয়ারি - ১১ মার্চ, ২০২১
হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ■ বিকাল ৪ টা
প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক
শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
সম্মানিত অতিথি
শ্রী এন. সি. দেববর্মা, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী রতন লাল নাথ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী রামপ্রসাদ পাল, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রীমতি মিমি মজুমদার, মাননীয়া বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
মহঃ জুবায়েদ হুসেন, সহকারি কমিশনার, বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন,আগরতলা
শ্রী অভিষেক চন্দ্রা, বিশেষ সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
সভাপতি
শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
সবার সাদর আমন্ত্রণ
অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
* বইমেলায় কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানানো হচ্ছে
* Follow us on Facebook : ICA Tripura
Twitter : @ica_tripura
ICA/D-1559/2020-21

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।